আমেরিকায় নজিরবিহীন শ্রমিক ধর্মঘট, অচল বন্দরে কার্যক্রম

সারে-জমিন

অজ্ঞান হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

রূপসী বাংলা

সংঘাত কি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে

সম্পাদকীয়

মুহাম্মদ সা. মহা-আদর্শবান ও সম্প্রীতির অনন্য প্রতীক

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৩ অক্টোবর, ২০২৪
১৭ আশ্বিন ১৪৩১
২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ইরানি কাপে সরফরাজ খানের ডবল সেঞ্চুরি

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 269 ■ Daily APONZONE ■ 3 October 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

গোটা দেশের সম্পদ মোদি গুজরাতে সরাচ্ছেন: প্রশান্ত কিশোর

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক কৌশলবিদ থেকে সমাজকর্মী হওয়া প্রশান্ত কিশোর বুধবার অভিযোগ করেছেন যে গুজরাটে তার ট্র্যাক রেকর্ডে মুগ্ধ লোকেরা ক্ষমতায় আসার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "পুরো দেশের সম্পদ তাঁর নিজের রাজ্যে সরিয়ে দিয়েছেন"। আই-প্যাক প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর তার নিজের রাজনৈতিক দল জন সুরাজ পার্টির সূচনা উপলক্ষে পাটনার একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, আপনার এবং আমার মতো লোকেরা মোদিকে ভোট দিয়েছিলেন। তার বক্তৃতা শুনে ধারণা হয়েছিল তিনি গুজরাতের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, গুজরাত এগিয়ে চলেছে। গোটা দেশের সম্পদ গুজরাতে চলে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি গ্রামে কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। কাজের খোঁজে বিহারের মানুষ ওই রাজ্যে ভিড় করছেন।

চেন্নাইয়ে অনাহারে মৃত শ্রমিকের বাড়ি চন্দ্রকোনায়, সমালোচনায় রাজ্যপাল

পাঁচদিন না খেয়ে থাকার কারণেই মৃত্যু, বলছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা

আশ্রয় কেন্দ্রে ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা রাজ্যের

বিশেষ প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা এক পরিযায়ী শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যদিও রাজ্য সরকারের পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়নে বোর্ড সোমবার ৩৫ বছর বয়সি বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকউন্নয়ন বোর্ড সামার খানের অনাহারে মারা যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। অপরদিকে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু তার কর্মীদের কাছে একটি বার্তায় বাংলা থেকে কাজের সন্ধানে অন্য জায়গায় যাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
গ্রেটার চেন্নাই কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, এক এজেন্ট ওই শ্রমিকদের পোন্নেরিতে নিয়ে যায়, যিনি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেন এবং তাঁদের থাকা-খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা দেননি।
দক্ষিণ রেলের একটি প্রেস নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১২ জন যাত্রীর কাছে হাওড়া যাওয়ার অসংরক্ষিত টিকিট ছিল এবং চেন্নাই থেকে হাওড়াগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ওঠার পরিকল্পনা ছিল। তারা কমপক্ষে পাঁচ দিন না খেয়ে কেবল জল খেয়ে বেঁচে ছিল। তবে তারা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রেল পুলিশ তাদের উদ্ধার করে খবর দেয়। রেলওয়ে কর্মকর্তারা তাদের রাজীব গান্ধী জেনারেল হাসপাতালে রেফার করার আগে স্টেশনের জরুরি যত্ন কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে চেন্নাই পুর আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে তাদের মধ্যে পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ও ডিহাইড্রেশন ধরা পড়েছিল। পাঁচজনের মধ্যে সঙ্কটজনক সমর খানকে বুধবার ভেন্টিলেটর সাপোর্ট থেকে সরিয়ে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়।
মানিক ঘোড়ই, সমর খান এবং সত্য পণ্ডিত নামে তিনজন রোগীর মারাত্মক তরল ক্ষতির কারণে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়েছিল। তারা ডায়রিয়া এবং বমির কথা জানিয়েছিল, যা দূষিত খাবার বা জল থেকে বলে চিকিৎসকরা সন্দেহ করেছিলেন। এদের মধ্যে সামার খানেরই মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে রাজীব গান্ধি গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক থেরানি রাজন বলেন, সামার খানের মৃত্যুর কারণ ইউরেমিক এনসেফালোপ্যাথি, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি স্টেজ-৩, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া ও সেপসিস।
গণেশ মিধা ও আসিফ পণ্ডিতকে

চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলার অনাহারক্লিষ্ট পরিযায়ী শ্রমিকরা। এদের মধ্যে সামার খানের মৃত্যু হয়। ছবি: কে শাম

১৩ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া দেওয়া হয়। পরে মানিক ঘোড়ইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি সাতজনকে হাসপাতালের নিকটবর্তী পুরুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়। ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা তাদের খাবার ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে ক্যাডারের এক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার ইজরায়েল জেবাসিং বিমানযোগে মৃতের দেহ তার নিজের গ্রামে পাঠানোর প্রচেষ্টা সমন্বয় করছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের দেখভালে তিনি রাজীব গান্ধি হাসপাতালে ছিলেন তিনি। পুর আধিকারিক জানান, পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এক অবসরপ্রাপ্ত আমলা তাঁদের আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা তাদের মধ্যে তিনজনকে বিমানে ও পাঁচজনকে ট্রেনে কলকাতায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, তারা কেবল বাংলায় কথা বলত এবং ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে হিন্দিভাষী চিকিৎসকরা তাদের কাছ থেকে বেশি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি।
পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারপার্সন সাংসদ সামিরুল ইসলাম এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাজ্যের আধিকারিকরা ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া সন্দেহে তাঁদের চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থেকে পরিবারকে না জানিয়ে চেন্নাই যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের দলটিকে দালাল সাড়া না দেওয়ায় বেকায়দায় পড়ে যায়। আমরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। অনাহারে থাকার কোনও দাবি অস্বীকার করেন সাংসদ। তিনি জানান, দশ দিন ধরে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ৩০ সেপ্টেম্বর মারা যান পরিযায়ী শ্রমিক সমর খান। গত ১৬ সেপ্টেম্বর চেন্নাই সেন্ট্রাল রেলওয়ের এমজিআর স্টেশনে কয়েকদিনের খাবার কেনার টাকা না থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি সহ অন্যান্য পরিযায়ী শ্রমিকরা। রাজ্যের পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, ওই শ্রমিকরা 'আবর্জনা মেশানো খাবার খেয়ে' অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমর খানের মৃত্যুর পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকের এক আত্মীয় ট্রেনে চেন্নাই আসছেন এবং ওই শ্রমিকের দেহ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরসভার এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যকে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের মধ্যে সাতজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে ১০ হাজার এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের ২৫ হাজার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

২০০টি পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: মহালয়া তিথির সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার চেতলা অগ্রণী ক্লাবের পূজা মণ্ডপে দেবীর চক্ষু আঁকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই পুজো মণ্ডপ থেকে জেলায় জেলায় প্রায় ২০০টি পূজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলার পুজো মণ্ডপ গুলির এবং প্রতিমার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।এর আগে উত্তর কলকাতার হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর পূজো মণ্ডপে গিয়ে নিজের লেখা গান নিজের কণ্ঠে গাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঐ পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বুধবার মহালয় তিথিতে বাবু বাগান, সেলিমপুর, যোধপুর পার্ক সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহালয়ার দিন সকালে উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনে অন্ধদের সঙ্গে নিয়ে মায়ের চক্ষু দান করেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। বুধবার মহালয়ের দুপুরে নজরুল মঞ্চে 'জাগো বাংলার' শারদ সংখ্যার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী এর পাশাপাশি তার লেখা দশটি গান 'অঞ্জলি' নামক অ্যালবামের উদ্বোধন করেন তিনি। সেখানেও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও দর্শকদের অনুরোধে নিজের রচিত গান খালি গলায় গাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবারের মতো মহালয়া তিথিতে বুধবার সন্ধ্যায় চেতলার অগ্রণী ক্লাবের পূজা মন্ডপে উপস্থিত হয়ে হাতে রং তুলি নিয়ে মায়ের চোখ আঁকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার পৌরসভার মেয়র এবং এই পুজোর উদ্যোক্তা ফিরহাদ হাকিম।

প্রথম নজর

উলুবেড়িয়ায় দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বুধবার মহালয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মোট ৩২০টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন।

হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুজার মধ্যে অন্যতম উলুবেড়িয়ার নোনা অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং উলুবেড়িয়ার আশা ভবন সেন্টারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রীদের দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন তিনি। উলুবেড়িয়ায় মহিলা পরিচালিত নোনা অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়,বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে,মহিলা পূজা কমিটির সম্পাদিকা কুহেলী বোস (ঘোষ),ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি গৌতম বোস,সম্পাদক পবিত্র সান্যাল সহ প্রমুখ।

জাতীয় সড়কে দাউ দাউ করে জ্বলল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো একটি চলন্ত চারচাকা গাড়ি। গতকাল রাতে হাওড়ার আলমপুর মোড়ের ঘটনা। দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, ধুলোগড়ের দিক থেকে কলকাতায় আসছিল গাড়িটি। গাড়িতে শুধুমাত্র চালকই ছিলেন। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই আগুন ধরে যায় বলে দাবি দমকলের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ২ টি ইঞ্জিন। চলন্ত গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা বুঝতে পেরেই গাড়ি থামিয়ে তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন চালক। অল্পের জন্য রক্ষা পান চালক।

চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরার পথে অজ্ঞান হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলার পাইকর থানার আমডোল পঞ্চায়েতের ভীমপুরের একজন পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি আসতে গিয়ে পথে মারা গেছে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম সেন্টু সেখ। আজ থেকে ১৮ দিন আগে কাজে গিয়েছিল সেন্টু। কিন্তু চেন্নাই গিয়ে হঠাৎ তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। তারপর তিনি জ্বল অবস্থাতেই বাড়ি ফিরে আসছিলেন। সেন্টুর সাথে এই মুহূর্তে ভীমপুর গ্রামের কয়েকজন যুবক আছে। আজকে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সভাপতি মহঃ রিপন যান। পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তিনি জানান বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার চক্রান্ত করে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য বাধ্য হয়ে বাংলার শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া কৃষিক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রমিকরা যুক্ত ছিল তারা কৃষিজীবী পেশা ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সারের দাম অগ্নিমূল্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে চাষে অনেক ক্ষতি হচ্ছে তাই বাধ্য হয়েছে সবাই পড়ে যায় শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের উচিত পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভেবে ব্লক স্তরে কাজে যাওয়ার আগে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নতি করার জন্য কো-অপারেটিভ সিস্টেম গড়ে তোলা যেখানে প্রান্তিক এলাকার মানুষ কাজ পাবে।

বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে বেঁধে মারধর পুরুষ ও মহিলাকে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক পুরুষ ও মহিলাকে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে মারধোর। আর সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ঘটনাটি গতকাল রাতে মালদার পুখুরিয়া থানা এলাকার। ঘটনার খবর পেয়ে পুখুরিয়া থানার পুলিশ পুরুষ ও মহিলাকে উদ্ধার করে। অভিযুক্ত আনারুল এখনও পলাতক। অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী বলে এলাকায় পরিচিত। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। আক্রান্ত মহিলার পরিবারের অভিযোগ গতকাল রাতে তাদের দুই জনকে ঘরের ভেতর থেকে হাতেনাতে ধরে এলাকাবাসীরা। মীমাংসার জন্য বসেছিল সালিশি সভা।

কিন্তু এরই মধ্যে হাত বেঁধে তাদের কে বা কারা মারধর করে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল। কিন্তু তারা ঘুরে চলে যায়। হঠাৎ করে আজ সকালে আবার পুলিশ এসে তাদের দুজনকেই আটক করে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি ওই ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের কোন কর্মী নয় তিনি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা রাজ্য সরকারকে দুর্নাম এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই চক্রান্ত করে পোস্ট করেছেন। এটি একটি পারিবারিক গণ্ডগোল। এ বিষয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, এই ঘটনা খুব দুর্ভাগ্যজনক। একটা সভ্য সমাজে একজন মহিলা ও পুরুষকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পেটাচ্ছে এটা দুর্ভাগ্য এবং এই ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে গোটা পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

জুনিয়র ডাক্তারদের মহামিছিল, আরজি করে স্থাপন করা হল নির্যাতিতার 'মূর্তি'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ৯ আগস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ধর্ষণ ও নিহত চিকিৎসকের স্মরণে মহালয়া উপলক্ষে মহামিছিল বের করেন কলকাতার জুনিয়র ডাক্তাররা সহ একাধিক সংগঠন। বুধবার সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ের বাইরে জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তারদের দ্বারা উন্মোচিত আবক্ষ মূর্তিও স্থাপন করা হয়। জনসাধারণের দেওয়া নির্যাতিতার নাম অনুসারে 'অভয়া' রাখা হয়েছে।আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'অভয়া'র আবক্ষ মূর্তি উদ্বোধন নিয়ে অবশ্য এদিন সরব হন তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ। তিনি বলেন, নিগৃহীতার ছবি, মূর্তি নিয়ে দেশে গাইডলাইন আছে। সেখানে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মূর্তি বসানো উচিত নয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের (ডব্লিউবিজেডিএফ) বিশাল সমাবেশের ডাকে সাড়া দিয়ে একাধিক চিকিৎসক সংগঠন, নার্সদের সংগঠন, আবাসিক চিকিৎসক এবং নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা রাস্তায় নেমে আসেন। বুধবার বিকেলে কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মহামিছিল হয়। তারপর রাণী রাসমণি রোডে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নির্যাতিতার ন্যায়বিচার, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের দাবি পূরণ এবং সরকারি হাসপাতালগুলিতে 'থ্রেট কালচার' প্রতিকারের দাবিতে মিছিল ও সমাবেশে বেশ কয়েক হাজার মানুষ শামিল হন। এর আগে, ১ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক চিকিৎসকরা তাদের প্রাথমিক ধর্মঘট প্রত্যাহারের দশ দিনের মাথায় পূর্ণ কর্মবিরতি ঘোষণা করেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন রাজ্য সরকার ১৯ সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত হাসপাতালগুলিতে নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং হুমকিমুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার এবং ডাব্লুবিজেডিএফের মধ্যে দুটি বৈঠকের পরে রাজ্য স্বাস্থ্য সচিবকে জারি করা নির্দেশিকাগুলি প্রণয়ন করা হয়েছিল। জুনিয়র ডাক্তারদের নতুন করে কর্মবিরতির ঘোষণার পরে, মুখ্যসচিব মঙ্গলবার রাতে দুটি স্মারকলিপি জারি করেছেন – একটিতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য রাজ্য স্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে এবং অন্যটিতে বিভিন্ন রাজ্য পরিচালিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিতর্কিত রোগী কল্যাণ কমিটি পুনর্গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর দুর্গাপুজার অংশ হিসেবে গণবিক্ষোভ হবে বলে বুধবার স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, বুধবার ডাব্লুবিজেডিএফ দ্বারা ডাকা মেগা সমাবেশটি দেবীপক্ষের সূচনা দিন মহালয়ার সাথে মিলে যায়। বুধবার সমাবেশে এক প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তার বলেন, আমরা নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার চাই। কিন্তু বুধবার আমাদের পদযাত্রা রাজ্য সরকারের দেওয়া সুরক্ষা বিধি পূরণ না করার জন্যও, যার ভিত্তিতে আমরা প্রাথমিকভাবে আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলাম। তিনি আরও জানান, সরকার তাদের জারি করা নির্দেশিকা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পাস করার সাথে সাথে জুনিয়র ডাক্তাররা আবার কাজ শুরু করবেন। মহালয়ার দুপুরে রাজপথে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদ মিছিলে ফের ১০ দফা দাবি। তার মধ্যে অন্যতম হল স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণ, আরজি করে নির্যাতিতার দ্রুত বিচার প্রভৃতি। আর এই দাবি দ্রুত পূরণের লক্ষ্যে তারা ফের রাজ্য সরকারের সেঙ্গ বৈঠকে বসতে আগ্রহী বলে জানানো হয়। তবে দাবি না মিটলে কোন ভাবেই কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটবেন না বলেও জানানো হয়েছে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের তরফে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাইক চুরির অভিযোগে গ্রেফতার

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মোটর বাইক চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলো বড়ঞা থানার পুলিশ। ৩০ সেপ্টেম্বর বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা এসবিআই ব্যাংকের সম্মিকট থেকে একটি মোটর বাইক চুরি হয়। মোটর বাইক মালিক উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী। বড়ঞা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বড়ঞা থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করলে। বীরভূম জেলার মল্লারপুর থানার ঘোষ গ্রাম থেকে মোটর বাইক সহ ধৃত প্রসেনজিৎ দাস কে গ্রেফতার করে। ধৃত প্রসেনজিৎ দাস কে বুধবার কান্দি আদালতে তোলা হয়। বড়ঞা থানার পক্ষ থেকে সাত দিনের আবেদন জানানো হয়। বিচারক তিনদিনে পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন।

আজিমগঞ্জ-নশিপুর রেলব্রিজের উপর দিয়ে ছুটল যাত্রীবাহী ট্রেন

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর দীর্ঘ ২০ বছর প্রতীক্ষার অবসান আজিমগঞ্জ - নশিপুর রেলব্রিজ উপর দিয়ে ছুটল যাত্রীবাহী ট্রেন। বুধবার আজিমগঞ্জ -কাশিমবাজার নতুন ট্রেনের ভার্চুয়াল শুভ উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ২রা অক্টোবর ট্রেনের উদ্বোধন হলেও ৪ঠা অক্টোবর থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হবে। অবশেষে মুর্শিদাবাদ বাসির দীর্ঘ দিনের স্বপ্নপূরণ, আজিমগঞ্জ থেকে দু'জোড়া মেমু ট্রেন চলবে কাশিমবাজার পর্যন্ত এক জোড়া কৃষ্ণনগর পর্যন্ত। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবুতাহের খান, লালবাগের বিধায়ক গৌরী সংঙ্কর ঘোষ, জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ প্রমুখ। ২রা অক্টোবর মহালয়া দেবীপক্ষের সূচনা দেবীপক্ষের দুর্গার চক্ষুদান, অপরদিকে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস ,এই শুভ সন্ধিক্ষণেই দীর্ঘ ২০ বছর প্রতীক্ষার ফল পেল মুর্শিদাবাদ বাসি। আজিমগঞ্জ জংশন থেকে কাশিমবাজার পর্যন্ত প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন ছুটলো নসিপুর রেল ব্রিজের উপর দিয়ে যা দেখার জন্য স্টেশন চত্বর ও নসিপুর রেল ব্রিজের দুই ধারে জনসাধারণের আনন্দ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

মণ্ডপের নিরাপত্তা পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: গোবরডাঙার একাধিক পুজো প্যান্ডেলের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন জেলা পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পাশাপাশি এ দিন গোবরডাঙ্গা থানা এলাকার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গতদের হাতে খাদ্য সামগ্রী জামা কাপড় তুলে দেন পুলিশ সুপার। মঙ্গলবার বারাসাত জেলা পুলিশের এসপি প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়ার সঙ্গে ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি স্পর্শ নীলাঙ্গী, হাবরার এসডিও প্রসেনজিৎ দাস, হাবড়ার সিআই অনুপম চক্রবর্তী ও গোবরডাঙ্গা থানার ওসি পিংকি ঘোষ। এ দিন জেলা পুলিশ সুপার নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দল মূলত পুজো প্যান্ডেলে প্রবেশ পথ ও বাহির পথ কেমন রয়েছে তা যেমন তারা খতিয়ে দেখেন তেমনি বড় পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ,নিরাপত্তা ও আপৎকালীন ব্যবস্থা কি নেওয়া হচ্ছে তাও পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চান পুলিশ আধিকারিকরা। অন্যদিকে গোবরডাঙ্গা থানা এলাকার বেড়গুম-১, বেড়গুম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গতদের সমস্যার কথা জেনে অর্থসাহায্যিক পরিবারের হাতে শুকনো খাবার ও মহিলাদের পুজোর আগে শাড়ি উপহার দেন পুলিশ সুপার স্বয়ং । পুলিশ ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুর্গত এলাকাবাসী।

দুর্গোৎসবের সূচনা বীরভূম জেলা পুলিশের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দুর্গোৎসবের সূচনা পর্ব মহালয়ার দিন। আগামী কয়েক দিন হয়তো মানুষজন উৎসবের আনন্দে মেতে থাকবে।ঠিক তখনই হয়তো জেলার ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিতে পারে।সেইসমস্ত কথা মাথায় রেখে জেলায় রক্তের সংকট মোচনে এগিয়ে এলো বীরভূম জেলা পুলিশ।

পুজোর প্রাক্কালে রক্ত ভান্ডার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ মহালয়ার দিন বুধবার ইলামবাজার থানার উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখার্জী এবং ইলামবাজার থানার আধিকারিক দেবাশীষ পণ্ডিত স্বেচ্ছায় রক্তদান করে শিবিরের সূচনা হয়।শিবিরে মোট ৬১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে বোলপুর সাব ডিভিশন ব্লাড সেন্টার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বোলপুর রানা মুখার্জী,সাব ডিভিশন পুলিশ আধিকারিক রিকি আগোয়াল , ইলামবাজার থানার ওসি দেবাশীষ পণ্ডিত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি সহ-সভাপতি ও বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক নুরুল হক প্রমুখ ।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দুর্গাপুজোর সূচনা ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালনায় ২৪ পল্লী সার্বজনীন দুর্গা পূজা ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন বুধবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডোমকল২৪ পল্লীর পুজো উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডোমকল এসডিও শুভঙ্কর বালা,এসডিপিও শুভম বাজাজ, বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম, আইসি পার্থসারথী মজুমদার,সহ পুজো কমিটির সদস্যরা। ডোমকল মহকুমা শাসক শুভঙ্কর বালা(আইএএস) বলেন সকলকে দুর্গা পুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান,খুব ভালো লাগলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা পুজোর শুভসূচনা করলেন।একই ভাবে বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম বলেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ২৪ পল্লির দুর্গা পুজোর শুভসূচনা করলেন,আমরা ডোমকল বাসী হিসেবে খুবই খুশি যে আমাদের ডোমকলের দুর্গা পুজো উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,আমরা ডোমকল বাসীর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বিষধর কালাচ সাপের কামড়ে আক্রান্ত শিশু

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য এক শিশু হাসপাতালে ভর্তি হল। বর্তমানে ওই শিশু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।স্থানীয় ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসতের হোগলা এলাকার শিশু ঈশান হালদার। স্থানীয় স্কুলের কেজি ওয়ান এর ছাত্র।বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। সেই সময় তার হাতে একটি তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ কামড় দেয়। মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায় ওই শিশুর। সে তড়িঘড়ি সাপটিকে ধরে ফেলে।সাপ ধরে নিয়ে মামাকে দেখাতে যায়।সেই মুহূর্তে ওই শিশুর পরিবারের লোকজন সাপটি কে মারার জন্য উদ্যত হলে পালিয়ে যায়।পরিবারের লোকজন ওই শিশুকে নিয়ে দ্রুততার সাথে হাসপাতালে যায় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে ওই শিশু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিসিইউ তে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপ কামড় দেওয়ার পর শিশুটি সাপকে ধরে ফেলে। পরিবারের লোকজনকে দেখাতে যাওয়ার সময় পালিয়ে যায়।

প্রদেশ কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং তাঁদের আদর্শ ও জীবন দর্শনকে স্মরণ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নব নিযুক্ত সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সর্বভারতীয় পর্যবেক্ষক আসফ আলী খান, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজাহার মল্লিক, এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু ডিপার্টমেন্টের সংগঠনিক সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী আসফাক আহমেদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক এবং জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "মহাত্মা গান্ধী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের কাছে শুধুমাত্র নেতা নন, তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণা। তাঁদের জীবনদর্শন এবং আদর্শ এখনও সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করাই আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। সত্য ও অহিংসার পথে এগিয়ে গিয়ে একটি সুষম, বৈষম্যহীন সমাজ গড়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সত্য, অহিংসা এবং সেবার মাধ্যমে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রাথমিক স্কুলে বিশেষ গ্রাম সভা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে বাংরুয়া ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ গ্রাম সভা। মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ টি সংসদের মানুষ,আশা কর্মী,অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও এসএইচজি গ্রুপের সদস্য সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিল গ্রাম সভায়। গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ এ এলাকার উন্নয়নে কি কি কাজ করা হবে জনসম্মুখে তার খসড়া প্রস্তুত করা হয়। জনসাধারণের কাছ থেকে এলাকার সমস্যা শুনেন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কেউ পানীয় জলের সমস্যা,কেউ আবার ড্রেনের সমস্যার কথা জানান। ধীরে ধীরে এলাকার সমস্যা সমাধান করা হবে বলে জানান পঞ্চায়েত নির্মাণ সহায়ক তাপস রায়। অপরদিকে

সুশাসন সহ গ্রাম পঞ্চায়েত ও নারী বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ জোর দেওয়ার কথা আলোচনা করা হয়। পঞ্চায়েত নির্মাণ সহায়ক তাপস রায় বলেন,গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা,সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে সংগঠনে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা,স্কুল ছুট শিশুদের স্কুল মুখি করা ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি স্কুল,স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে শিশু ও মায়েরা ঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সকলের রয়েছে। এলাকায় কোন অসামাজিক কাজকর্ম হলে পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিল পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট আসমাক আলম ও প্রধান মৌসুমী দাস সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।

প্রথম নজর

সুদানে আরব-আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বোমা হামলা

আপনজন ডেস্ক: সুদানের রাজধানী খার্তুমে আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বোমা হামলা হয়েছে। এই হামলায় বাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ, সুদানের সেনাবাহিনী এর সঙ্গে জড়িত। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। তারা বলছে, এই ঘটনার সঙ্গে বিদ্রোহী আধা সামরিক বাহিনী আরএসএফ জড়িত। দীর্ঘদিন ধরে আরএসএফকে আমিরাত মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে সেনা বাহিনী।
জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের তরফে অভিযোগ করা হয়, সুদানের রাজধানীতে তাদের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বোমা মারা হয়েছে। এর ফলে বাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে রাষ্ট্রদূত অবশ্য সুরক্ষিত আছেন।
উল্লেখ্য, গত ১৭ মাস ধরে সুদানে গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানে সেনা বাহিনীরই একটি অংশ আরএসএফ সরকার এবং সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই লক্ষাধিক মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন। আশপাশের দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা। পরিস্থিতি এমনই যে যে কোনো মুহূর্তে সুদানে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।
গত জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘ জানিয়েছিল, আমিরাত যে আরএসএফ-কে সাহায্য করছে এমন প্রমাণ তাদের হাতে আছে। জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, চাদ সীমান্ত দিয়ে আরএসএফ-এর কাছে অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে আমিরাত।
সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এদিন সুদানের সেনা একটি বিবৃতি দিয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, আরএসএফ-কে মদত দিয়েছে আমিরাত। আজ সেই আরএসএফ-ই তাদের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সেনা কখনোই একাজ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।
আমিরাত অবশ্য তাদের বিবৃতিতে এই ঘটনার জন্য সরাসরি সুদানের সেনা বাহিনীকেই দায়ী করেছে।

স্বাধীনতার ২০০ বছর পর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট পেল মেক্সিকো

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীনতার ২০০ বছরে প্রথমবার নারী প্রেসিডেন্ট পেতে চলেছে মেক্সিকো। মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব নিয়েছেন ক্লডিয়া শেইনবম। গত জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৬০ শতাংশ ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন শেইনবম।
জলবায়ুবিজ্ঞানী থেকে রাজনীতিতে আসা শেইনবম মেক্সিকো সিটির মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পূর্বসূরির মতো বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দরিদ্রদের হয়ে লড়াই করার অঙ্গীকার করলেও, নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্লডিয়ার সামনে রয়েছে পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ। ৬২ বছর বয়সী নতুন প্রেসিডেন্টের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে দেশ জুড়ে বিরাজমান নৃশংসতা বৃদ্ধি, মন্থরগতির অর্থনীতি ও ঘূর্ণিঝড়ের বিধ্বস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের আকাপুল্কোর পুনর্গঠন।
এ ছাড়া মাদক কারবারিদের আধিপত্য থাকা উত্তরাঞ্চলীয় কালিকান শহরের আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতিও সামলাতে হবে তাকে। দেশের উত্তরে তিজুয়ানা থেকে দক্ষিণে চিয়াপাস পর্যন্ত তাদের দৌরাত্ম্য সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।
শপথ নেওয়ার পর শেইনবম বলেন, ‘এখন রূপান্তরের সময়, এখন নারীদের সময়।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমি একজন মা, একজন দাদী, একজন বিজ্ঞানী এবং একজন বিশ্বাসী নারী এবং আজ থেকে মেক্সিকান জনগণের ইচ্ছায় একজন প্রেসিডেন্ট।’ শেইনবম পুনর্ব্যক্ত করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বায়ত্তশাসিত হবে এবং বিনিয়োগকারীদের তিনি আশ্বস্ত থাকতে বলেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে জাতীয় এবং বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ নিরাপদ হবে।

আমেরিকায় নজিরবিহীন শ্রমিক ধর্মঘট, অচল বেশিরভাগ বন্দরের কার্যক্রম

আপনজন ডেস্ক: মজুরি, পেনশন বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসেবা জোরদারসহ বেশ কিছু দাবিতে মঙ্গলবার (০১ অক্টোবর) থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে নেমেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বন্দরের হাজার হাজার ডক শ্রমিক। প্রায় ৫০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বন্দরের কার্যক্রম এভাবে বন্ধ হল। আসন্ন মার্কিন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এই ধর্মঘটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি আবার বাড়তে পারে। ধর্মঘট কয়েক সপ্তাহ চলতে থাকলে পণ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
ডয়েচে ভেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্দর এবং আন্তর্জাতিক লংশোরম্যান অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ৪৫ হাজার সদস্যের মধ্যকার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। সোমবার আলোচনায় অগ্রগতির খবর পাওয়া গেলেও মঙ্গলবার থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট কর্মসূচি পালন শুরু করে। ৩৬টি বন্দরে এই ধর্মঘট ১৯৭৭ সালের পর ইউনিয়নের প্রথম ধর্মঘট। শ্রমিকরা ধর্মঘট বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের একটি বিবৃতি দেখিয়ে বলেছে, নিয়োগকর্তারা তাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেছে।
জানা গেছে, আগের চুক্তির অধীনে, একজন শ্রমিকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রারম্ভিক মজুরি ঘন্টা প্রতি ২০ ডলার থেকে ৩৯ ডলার পর্যন্ত ছিল। শ্রমিকরা অন্যান্য সুবিধাও পান, যেমন কন্টেইনার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বোনাস।
তবে শ্রমিক ইউনিয়ন টানা ৬ বছর ধরে প্রতি বছরেই ঘণ্টাপ্রতি ৫ ডলার বাড়তি মজুরি দাবি করছে বলে জানিয়েছেন ড্যাগেট। আবার প্রারম্ভিক বেতনও ৩৯ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৬৯ ডলার করার দাবি জানাচ্ছে ইউনিয়ন। এই হিসাবে শ্রমিকদের মজুরি ৭৭ শতাংশ বাড়ার কথা।
এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সভাপতি হ্যারল্ড ড্যাগেট বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে বিদেশি মালিকানাধীন সমুদ্রবাহী জাহাজ কোম্পানিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মুনাফা করলেও মার্কিন শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিচ্ছে না। তাই ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা।
এদিকে, প্রাপ্য মজুরি ও অটোমেশনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিকরা। ধর্মঘট প্রত্যাহারে পদক্ষেপ নিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছে দুই শতাধিক ব্যবসায়িক সংগঠন। তবে তাতে কোনো সাড়া মেলেনি।

ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমশই বাড়ছে বড় যুদ্ধের শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ‘মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার’ খ্যাত দেশ ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শেষ করার ঘোষণা দিয়ে আর উস্কানি না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছে ইরান। তবে ইসরায়েল ও তার প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বিস্তৃত একটি যুদ্ধের আশঙ্কা আরো গভীর হয়েছে।
বুধবার (২ অক্টোবর) সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি বলেছেন, ‘আমাদের পদক্ষেপ শেষ হয়েছে, যদি না ইসরায়েলি শাসক আরো প্রতিশোধের আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেক্ষেত্রে আমাদের জবাব আরো জোরালো ও শক্তিশালী হবে।’ ওয়াশিংটন জানিয়েছে, মঙ্গলবারের হামলার জন্য ইরানকে ‘গুরুতর পরিণতির’ মুখোমুখি করা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিনের মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে কাজ করবে।
ইসরায়েল জানায়, ওই হামলা চালাতে ইরান ১৮১টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে।
জাতিসংঘ নিরাপত্তা সংস্থা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার এক বৈঠক ডেকেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ইসরায়েল বুধবার ভোররাতে লেবাননের ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দক্ষিণ বৈরুতের অবস্থানগুলোতে ফের বোমা হামলা শুরু করেছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, গোষ্ঠীটির লক্ষ্যস্থলগুলোতে অন্তত একডজন বিমান হামলা চালানো হয়েছে।
রয়টার্স জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলার পর বৈরুতের দক্ষিণাংশের এলাকাগুলো থেকে বড় ধরনের ধোঁয়ার কুণ্ডুলি উঠতে দেখা গেছে। বাসিন্দাদের ওই সব এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নতুন করে নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। তবে এর আগেই কয়েকদিন ধরে চলা ব্যাপক ইসরায়েলি বোমা হামলার মুখে লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় এলাকাগুলো প্রায় লোকশূন্য হয়ে আছে।
ইরানের এ হামলাকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সামরিক ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। হামলার সময় পুরো ইসরায়েলজুড়ে সতর্কতামূলক সাইরেনের শব্দ শোনা গেছে। দেশটির সব মানুষকে বোম্ব শেল্টারে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এর মধ্যেই জেরুজালেম ও জর্ডান নদী উপত্যকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দাবি, এ হামলায় ইসরায়েলের কেউ হতাহত না হলেও অধিকৃত পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
ইরান এই হামলাকে ‘আত্মরক্ষামূলক’ বলে বর্ণনা করে জানিয়েছে, শুধু ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়েছে।
ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম বলেছে, ইসরায়েলের তিনটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ছোড়া হয়েছিল। তেহরান জানিয়েছে, হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহকে হত্যা এবং গাজা ও লেবাননে আগ্রাসন চালানোর দায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এ হামলা চালানো হয়েছে।
ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল দানিয়েল হ্যাগারি এক্স এ পোস্ট করা এক ভিডিওতে বলেছেন, ‘ইরানের হামলা মোকাবেলায় ইসরায়েল এয়ার ডিফেন্স সচল করে আর অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা জোট বাধা দিয়ে ধ্বংস করে। ইরানের হামলা একটি মারাত্মক ও বিপজ্জনক উস্কানি।’ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পাল্টা আঘাত হানার প্রত্যয় জানিয়েছেন।
মঙ্গলবার রাতে জরুরি রাজনৈতিক নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘আজ রাতে ইরান একটি বড় ভুল করেছে আর এর জন্য তাদের মূল্য চুকাতে হবে।’

জাতিসংঘ মহাসচিবকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। বুধবার (২ অক্টোবর) দখলদার ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন, গুতেরেসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে কারণ তিনি ইরানের মিসাইল হামলার নিন্দা জানাননি। তিনি বলেছেন, ‘মঙ্গলবার ইরান ইসরায়েলে যে হামলা চালিয়েছে সেটির পর্যাপ্ত নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব। এ কারণে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইসরায়েলে প্রবেশ করতে পারবেন না।’
কাৎজ আরো বলেন, গুতেরেস হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতিদের হত্যাকারী এবং এখন ইরানের মতো বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের জননীকে সমর্থন দিয়েছেন। তিনি আগামী প্রজন্মের কাছে জাতিসংঘের ইতিহাসে কলঙ্ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এদিকে মঙ্গলবার রাতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর গুতেরেস মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘এই সংঘাত অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই একটি যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন।’
ইসরায়েল জাতিসংঘের কড়া সমালোচক হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস হামলার পর থেকে দেশটির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সম্পর্ক আরো অবনতি হয়েছে। গুতেরেস বারবার গাজা ও লেবাননে চলমান সংঘর্ষ থামাতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছেন।
ইরান ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো মঙ্গলবার ইসরায়েলের ওপর সরাসরি হামলা চালায়। তারা এদিন ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, যার মধ্যে হাইপারসনিক অস্ত্রও রয়েছে।
এতে লাখো লাখো আতঙ্কিত ইসরায়েলি সাধারণ নাগরিকরা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়।

ইসরায়েলে ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে অন্তত ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইরান। ইসরায়েলের আর্মি রেডিও এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এ হামলাকে আইনগতভাবে বৈধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছে ইরানের জাতিসংঘ মিশন।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ইরানের জাতিসংঘ মিশন জানায়, ইসরায়েল যদি এ হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়া চালায় তাহলে আরো কঠিন জবাব দেওয়া হবে।
এদিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোনো বিমান উড্ডয়ন করেনি।
রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, ইরানের হামলার পর জর্ডান তাদের আকাশসীমা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। এছাড়া ইরাক তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে।
ইসরায়েলের আর্মি রেডিও জানিয়েছে, বেন গুরিন বিমানবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো বিমান উড্ডয়ন এবং অবতরণ করছে না।
অন্যদিকে বৈরুতেও ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছে।
ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর দখলদার ইসরায়েলের বাণিজ্যিক রাজধানী তেলআবিবে সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে। এছাড়া সাইরেন শোনা যায় জেরুজালেমেও।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, সব ইসরায়েলি বোমা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতানিয়াহু বললেন বড় ভুল, তেহরানে উৎসব

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে মিসাইল ছুড়ে ইরান ভুল করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারা এর মূল্য দেবে। ইরানের অভূতপূর্ব মিসাইল হামলার পর মুখ খুলেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। অন্যদিকে তেহরানে ব্রিটিশ দূতাবাসের বাইরে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার উদযাপন করতে দেখা গেছে বহু মানুষকে। ইরান এবং হিজবুল্লাহর পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে আসেন সবাই। এ সময় নিহত হিজবুল্লাহ নেতার ছবিও ছিল অনেকের হাতে। অনেকের হাতে ছিল ফিলিস্তিনের পতাকা। অনেকে বাঁশি বাজিয়ে, গাড়ি নিয়ে নিয়ে মিছিলে যোগ দেন।
এর আগে এপ্রিলে ইসরায়েলে ইরানের হামলার পরও এই একই স্থানে জমায়েত লক্ষ্য করা যায়।
ইরানের হামলার পর নিজস্ব নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত নেতানিয়াহু। বৈঠক শুরুর আগে ইরানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করেন তিনি। এছাড়া নেতানিয়াহু দাবি করেন, ইরানের হামলা ব্যর্থ হয়েছে। নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েলে মিসাইল ছুড়ে ইরান ‘বড় ভুল’ করেছে। তারা এর মূল্য দেবে। তিনি বলেন, ‘ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে ইরানের হামলা নস্যাৎ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত।’ তিনি আরো বলেন, ‘ইরান সরকার আমাদের প্রতিরক্ষার দৃঢ় সংকল্প, আমাদের জবাব দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প বোঝে না। (হামাস নেতা) ইয়াহিয়া সিনওয়ার বোঝেনি, মোহাম্মদ দেইফ বোঝেনি, (হিজবুল্লাহ প্রধান) হাসান নাসরুল্লাহ বোঝেনি, প্রধান সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ সুখর বোঝেনি। খুব সম্ভবত তেহরানে যারা আছে তারাও বোঝে না। তারা বুঝবে। যে আমাদের ওপর হামলা চালায়– আমরা তার ওপর হামলা চালাব।’
গতকাল মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) রাতে ইসরায়েলের সামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান তেহরানে ১৫০ থেকে ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি হামলা চালানো হয়েছে নেভাতিম বিমান ঘাঁটিতে। তবে ঘাঁটির কোন কোন অবকাঠামো লক্ষ্য করে মিসাইলগুলো ছোড়া হয়েছে সেটি রাতের অন্ধকারে বোঝা যায়নি বলে জানিয়েছে সিএনএন। তারা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) কাছে এ ব্যাপারে জানতে যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া পায়নি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৮ মি.

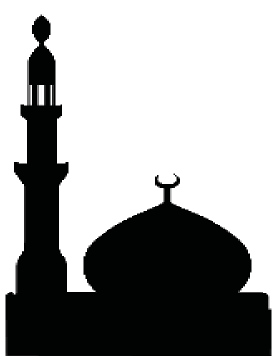

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৮	৫.২৯
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪৩	
মাগরিব	৫.২৮	
এশা	৬.৩৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

জিবুতিতে নৌকাডুবিতে ৪৫ জন নিহত: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতি উপকূলে দুটি নৌকা ডুবে ৪৫ অভিবাসী মারা গেছে এবং অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছে। জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার একজন মুখপাত্র এই খবর জানিয়েছেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
৩১০ জনকে নিয়ে নৌকাগুলো ইয়েমেন ছেড়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

জাপানে রানওয়ের কাছে মার্কিন বোমা বিস্ফোরণ, বিমানবন্দর বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি আঞ্চলিক বিমানবন্দরে রানওয়ের কাছে বুধবার একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। পরে বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এতে প্রায় ৯০টি ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মার্কিন বোমাটি সম্ভবত ‘কামিকাজে’ হামলা প্রতিরোধে ফেলা হয়েছিল, যা এত দিন অবিস্ফোরিত অবস্থায় ছিল।
জাপানের পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার মতে, বিস্ফোরণে রানওয়ের পাশের ট্যাক্সিওয়েতে ২৩ ফুট চওড়া এবং ৩.২ ফুট গভীর একটি গর্ত সৃষ্টি হয়, যার কারণে মিয়াজাকি বিমানবন্দর তার রানওয়ে বন্ধ করে দেয়।
জাপানের সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল পরে নিশ্চিত করে, বিস্ফোরণের কারণ ছিল একটি পুরনো মার্কিন বোমা, যা সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমান হামলার সময় মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া দমকল বিভাগের মুখপাত্র জানান, তারা স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৫৯ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে ফোন পায়। তাদের ধোঁয়া ওড়ার কথা জানানো হয়।
এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আমি ক্ষমতায় থাকলে ইরান কখনও ইসরায়েলে হামলার সাহস করত না: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকতো তাহলে ইসরায়েলে ইরান হামলা করতো না। মঙ্গলবার ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর এমন দাবি করেছেন ট্রাম্প। খবর জেরুজালেম পোস্টের।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি যদি দায়িত্বে থাকতাম, তাহলে ইসরায়েলের ওপর আজকের এই হামলা কখনোই হতো না। আমি জিতলে বিশ্বে আবারও শান্তি ফিরে আসবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমরা আবারও বিশ্বে শান্তি ফিরে পাবো।’
এসময় নেতা হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কড়া সমালোচনাও করেছেন তিনি।
ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাইডেন ও কমলা হ্যারিসকে তিরস্কার করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘কমলা যদি আরও চার বছর সুযোগ পান, তবে পৃথিবী ধোঁয়ায় হারিয়ে যাবে। কমলা যদি নভেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হন তবে বিশ্ব মঞ্চে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘দীর্ঘকাল ধরেই আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছি। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না। কেননা, সেগুলো সত্য হয়ে যায়। তবে সেগুলো বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের খুব কাছাকাছি।’

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা, ১৭ আশ্বিন ১৪৩১, ২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

জিহ্বার লাগাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় বলিয়াছেন—“শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন।’/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।” কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর ‘বাবু’ রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ ‘পারিষদ’ আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন—বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।’ আমরা আসলে এই ‘কুসিত কালচার’ হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল—ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে ‘জিহ্বা সংযত রাখা’ বেশি কঠিন। এই জন্য রাসূল সা. ইরশাদ করিয়াছেন—‘যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন—এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি (রা.) বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল—বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন—কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল—তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

সংঘাত কি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে

ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন হিজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেবাননের এই শিয়াপন্থী সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং তাতে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস-এ লিখেছেন **অ্যারন বক্সারম্যান, রোনেন বার্গম্যান, প্যাট্রিক কিংসলে ও স্টিভ লোর**

লেবাননের মিলিশিয়া বাহিনী হিজবুল্লাহ গত শনিবার সংগঠনটির দীর্ঘদিনের নেতা হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তাঁর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রক্সি বা সমর্থকদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি হামলার একটি বড় নিদর্শন। নাসরুল্লাহকে হত্যার জন্য ইসরায়েলি বোমা হিজবুল্লাহর ভূগর্ভস্থ সদর দপ্তর রক্ষায় তৈরি তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। তাঁর এই মৃত্যু ইরান-সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধকে নতুন ভূখণ্ডে ঠেলে দিল। ইরান বহুদিন ধরেই প্রক্সি বাহিনীগুলোর মাধ্যমে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। এগুলো হলো গাজায় হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেনে হুথিদের বাহিনী। হিজবুল্লাহ ইরানের অন্যতম সামরিক ‘মিত্র’। হিজবুল্লাহকে যদি যথেষ্ট দুর্বল করে দেওয়া যায়, তাহলে ইসরায়েল অনেক কম হুমকি বোধ করবে। একই সঙ্গে ইসরায়েল নিয়ে ইরান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতেও দেশটির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। হামলার তীব্র নিন্দা করলেও ইরানি নেতারা প্রতিশোধের জন্য সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ ছাড়া তেহরানে গত মাসে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার জন্য ইরান এখনো ইসরায়েলকে কোন ‘শাস্তি’ দেয়নি। এসব ‘নিষ্ক্রিয়তা’র কারণে কিছু বিশ্লেষক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ইরানিরা আসলে ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতে চায় না। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি শনিবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছেন, ‘এই অঞ্চলের সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি হিজবুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সমর্থন করে।’ এই হামলা ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনার ভবিষ্যৎকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। হিজবুল্লাহকে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কিছু দেশ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। বোমা বিস্ফোরণের দিন পর্যন্ত, বাইডেন প্রশাসন ও অন্য মধ্যস্থতাকারীরা গাজা নিয়ে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি কূটনৈতিক চুক্তি করার চেষ্টা করছিল। এই চুক্তিটি হলে ১১ মাসের যুদ্ধের একটা সমাধান হবে, এমন আশা করা হচ্ছিল।

● ইরান বহুদিন ধরেই প্রক্সি বাহিনীগুলোর মাধ্যমে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। এগুলো হলো গাজায় হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেনে হুতিদের বাহিনী।

● নাসরুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্য এবং এর বাইরেও ইসরায়েলবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নাসরুল্লাহর মৃত্যু হিজবুল্লাহর জন্য একটি প্রচণ্ড আঘাত।

● ইসরায়েলের জন্য নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড বড় বিজয়ের একটি বিরল মুহূর্ত। হামাস ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে দেশটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু এই হামলা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পাল কিছুটা হাওয়া দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বৈরুতে বোমা হামলার ঠিক আগে গত শুক্রবার তিনি জাতিসংঘে দেওয়া এক ভাষণ ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘আমরা জয়ী।’ যুদ্ধবিরতির আহ্বানের মধ্যে তাঁর এই ঘোষণা ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

নাসরুল্লাহকে হত্যার পর তাঁর প্রথম মন্তব্যে শনিবার নেতানিয়াহু বলেন, অসংখ্য ইসরায়েলি এবং অন্যান্য দেশের অনেক নাগরিক হত্যার জন্য দায়ী প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে ইসরায়েল ‘খেলা শেষ’ করেছে। তিনি আরও যোগ করেন, হিজবুল্লাহ নেতা একজন সন্ত্রাসী ছিলেন।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন শনিবার বলেন, নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড বহু মার্কিনসহ আরও অনেক ভুক্তভোগীর জন্য ন্যায়বিচারের একটি পদক্ষেপ। তবে তিনি যুদ্ধ শেষ করার জন্য আবারও একটি কূটনৈতিক চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।

নাসরুল্লাহর মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে সামনে এসেছে। তিনজন সিনিয়র ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, তাঁরা কয়েক মাস ধরে নাসরুল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই হিজবুল্লাহ নেতা শিগগিরই অন্য কোনো জায়গায় চলে যাবেন, এমনটা জানার পর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় কুদস বাহিনীর একজন সিনিয়র ইরানি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মো. জেনারেল আব্বাস নিলোফোরোশানও নিহত হয়েছেন। জেনারেল নিলোফোরোশান ছিলেন লেবানন ও সিরিয়ার অপারেশন কমান্ডার। তিনি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের একজন অভিজ্ঞ ও ইসরায়েলের হাতে নিহত সবচেয়ে সিনিয়র ইরানি কমান্ডারদের মধ্যে একজন। দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, নাসরুল্লাহকে হত্যার অভিযানে কয়েক মিনিটের মধ্যে ৮০টিরও বেশি বোমা ফেলা হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার জানিয়েছে যে হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। হতাহতের এই সংখ্যা পরে আরও বেড়েছে। লেবানন ও গাজায় ইসরায়েলের হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ইসরায়েল আন্তর্জাতিক নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের অভিযোগ, হামাস সদস্যরা গাজার সাধারণ জনগণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। নাসরুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্য এবং এর বাইরেও ইসরায়েলবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নাসরুল্লাহর মৃত্যু হিজবুল্লাহর জন্য একটি প্রচণ্ড আঘাত। এ ঘটনা ইসরায়েলের সঙ্গে হিজবুল্লাহর কয়েক দশকের পুরোনো লড়াইয়ের একটি যুগের অবসান ঘটিয়েছে এবং সংগঠনটির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। হিজবুল্লাহর নেতা হিসেবে নাসরুল্লাহ একাধিক ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি একই সঙ্গে হিজবুল্লাহর ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক কৌশলবিদ এবং কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে কাজ করেছেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শুরু হয়েছিল। সেই ঘটনার সূত্র ধরে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ শুরু করে।

হিজবুল্লাহ কয়েক মাস ধরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ না করলে হিজবুল্লাহ তার ফিলিস্তিনি মিত্রের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু নাসরুল্লাহকে হত্যার পরও লেবাননে সংঘাত শেষ হবে না বলে মনে হচ্ছে। শনিবার হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইসরায়েল লেবাননে পুনরায় বিমান হামলা শুরু করেছে। নাসরুল্লাহ ছিলেন একজন শিয়া ধর্মগুরু। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি লেবাননের একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল এবং ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, ড্রোনসহ অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি শক্তিশালী মিলিশিয়া বাহিনী পরিচালনা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু হিজবুল্লাহবিরোধী দল নাসরুল্লাহর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্‌যাপন করলেও লেবাননের রাজধানী বৈরুত এবং অন্যান্য অঞ্চলে হিজবুল্লাহ সমর্থকেরা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন। বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মসজিদের বাইরে কয়েকজন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শোকে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমরা তাঁর পথ অনুসরণ করব। তিনি মারা গেলেও জিতবেন।’ নাসরুল্লাহর জন্য শোক প্রকাশ করতে ইরানিরা শনিবার তেহরানের প্যালেস্টাইন স্কোয়ারসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা হিজবুল্লাহর পতাকা নাড়েন এবং ধর্মীয় গীতিনাট্যের মাধ্যমে শোক জানান। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি ইরাকের সব অংশে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেন। হামাস একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে যে ইসরায়েলের এই হত্যাকাণ্ড ফিলিস্তিন এবং লেবাননে প্রতিরোধকে আরও দৃঢ় এবং অবিচল করে তুলবে।

রাজনীতি ও ধর্মের কারণে গভীরভাবে বিভক্ত লেবাননের বিভিন্ন অংশে নাসরুল্লাহর হত্যার ঘটনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বৈরুতের একটি খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত এলাকা আচরাফিহতে নাসরুল্লাহর মৃত্যুর খবরকে অনেকে অস্বস্তির সঙ্গে স্বাগত জানান। সেখানকার অনেক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ নাসরুল্লাহকে পছন্দ করেন না। তবে তাদের কেউ কেউ বেশ চিন্তিত। তাদের আশঙ্কা এই হত্যাকাণ্ড অভ্যন্তরীণ কলহের জন্ম দিতে পারে এবং যার ফলাফল হতে পারে আরেকটি গৃহযুদ্ধ। সিরিয়ার কিছু অংশে হিজবুল্লাহর ওপর সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হামলা এবং নাসরুল্লাহর মৃত্যুর খবরকে এমনকি রাস্তায় গান গেয়েও স্বাগত জানানো হয়েছিল। হিজবুল্লাহ একটি শিয়া সংগঠন, যারা সিরিয়ায় সুন্নি বিরোধীদের পরাজিত করতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল।

সেই সময় সুন্নি-অধ্যুষিত বেশ কিছু শহরে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল। সেখানকার মানুষেরা মাসের পর মাস অনাহারে ছিলেন। বহু সুন্নি মুসলমানকে আশপাশের শহর থেকে বহিষ্কার করে হয়েছিল। তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী একজন সিরীয় শরণার্থী মোহাম্মদ আল-শামারি নাসরুল্লাহর মৃত্যুকে ‘এখন পর্যন্ত সবচেয়ে মধুর সংবাদ’ বলে অভিহিত করেছেন।

ইসরায়েলের জন্য নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড বড় বিজয়ের একটি বিরল মুহূর্ত। হামাস ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে প্রায় এক বছর ধরে দেশটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে হিজবুল্লাহর নেতাকে নিয়ে ভীতির মধ্য ছিল। তাঁরা ভেবেছেন যে কখন তাদের জীবন নতুন করে সহিংসতার দ্বারা বিপর্যস্ত হতে পারে। ইসরায়েলের সীমান্ত শহর কিরিয়াত শমোনার ডেপুটি মেয়র ওফির ইয়েজেকেলি বলেছেন, হিজবুল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন রকেট হামলার পর শহরটি প্রায় খালি হয়ে গেছে। শহরের বাসিন্দারা এখন বিক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, ‘রকেট হামলা হবে কি না, তা জানার জন্য আমরা সব সময় তাঁর কথা এবং তাঁর বক্তা অনুসরণ করতাম।’ তিনি আরও বলেন, এটি একটি যুগের শেষ। নাসরুল্লাহর মৃত্যুর পর লেবাননে বিক্ষোভ ও অস্থিরতা ঠেকাতে বিভিন্ন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু স্থানে সেনাবাহিনীর ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছিল। শিয়া ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি নিয়ে কারও কারও মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এরই মধ্যে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিসহ লেবাননজুড়ে হিজবুল্লাহর বিভিন্ন অবস্থানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডএম ড্যানিয়েল হাগারি টেলিভিশন ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁরা হিজবুল্লাহ কমান্ডারদের হামলা, হত্যা ও নির্মূল করতে হামলা অব্যাহত রাখবে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী শনিবার বলেছে যে তারা হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য হাসান খলিল ইয়াসিনকেও হত্যা করেছে। তিনি বেসামরিক ও সামরিক লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করার জন্য দায়ী ছিলেন, এমন দাবি করা হয়েছে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে। হিজবুল্লাহ নেতাদের লক্ষ্য করে বিমান হামলার পাশাপাশি ড্রোন, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্রসহ হিজবুল্লাহর শক্তিশালী অস্ত্রভান্ডারও ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তু। তবে হিজবুল্লাহর অস্ত্রাগার ধ্বংস করতে ইসরায়েল এখন পর্যন্ত কতটা সফল হয়েছে, সেটা এখনো বলার মতো সময় আসেনি।

নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া
অ্যারন বক্সারম্যান টাইমস-এর রিপোর্টিং ফেলো
রোনেন বার্গম্যান নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক
প্যাট্রিক কিংসলে জেরুজালেমে টাইমস-এর ব্যুরো চিফ
স্টিভ লোর প্রযুক্তি ও অর্থনীতিবিষয়ক লেখক
অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তকরণ

জাপানে ইশিবা শিগেরুর প্রধানমন্ত্রিত্ব যে কারণে সংক্ষিপ্ত হতে পারে

তানিগুচি তোমোহিকো

জাপানের শাসক দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ইশিবা শিগেরুকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করেছে। যেহেতু এলডিপি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তাই ইশিবা জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন।

৬৭ বছর বয়সী ইশিবা বহু বছর ধরে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদে উত্তরণকে তাঁর একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ইশিবার এই রাজনৈতিক উত্থানের উজ্জ্বলতা দ্রুতই ম্লান হয়ে যাবে; সম্ভবত খুব শিগগির। ইশিবার উজ্জ্বলতা শিগগিরই ফিকে হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত, ইশিবা উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের দেশগুলোর সামরিক সংগঠন ন্যাটোর আদলে এশিয়ায় একই ধরনের একটি জোট (যেটিকে ‘এশিয়ান ন্যাটো’ বলা হচ্ছে) গঠনের যে ধারণা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব এবং এটি দিয়েতের (জাপানের পার্লামেন্টের নাম ‘দিয়েত’) বিতর্কে টিকবে না। ইশিবা নিজেকে নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করলেও কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর খামতি আছে বলে মনে হয়। যখন তাঁর এই খামতি ও ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন তাঁর জনসমর্থন পড়ে যাবে।

ন্যাটোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার পারস্পরিক প্রতিরক্ষা-নিশ্চয়তা। ওই নিশ্চয়তার শর্তে ন্যাটোর যেকোনো একটি সদস্যরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ এলে ন্যাটোর প্রতিটি দেশ সেটিকে নিজের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করে থাকে। আত্মরক্ষার অধিকারকে সমষ্টিগত করে তুললে প্রতিরোধক্ষমতা সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। শিনজো আবের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাপান ২০১৫ সালের দিকে আংশিকভাবে আত্মরক্ষার সমষ্টিকরণ অর্জন করেছিল। কিন্তু সামরিক দিকে ঝুঁকে পড়ার বিষয়ে দেশের ভেতর থেকে সে সময় বিরোধী দলগুলোর দিক থেকে আবে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শুধু জাপানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে আত্মরক্ষার সমষ্টিকরণের দিকে যাওয়া যেতে পারে—এ প্রস্তাবে সবার মত পাওয়া গিয়েছিল। এশিয়ান ন্যাটোর প্রস্তাবে বলা আছে, যদি ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ আক্রান্ত হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক সহায়তা দিতে জাপানকে প্রস্তুত ও সক্ষম হতে হবে। একইভাবে যদি চীনের নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্ভাব্য সদস্যরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে জাপানকে সমষ্টিগত আত্মরক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

সম্ভবত ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়াই ইশিবার প্রধান উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে ইশিবাকে প্রমাণ করতে হবে, কীভাবে একটি এশিয়ান ন্যাটো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লাভজনক হবে। এখন পর্যন্ত এটিকে অত্যন্ত অসম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে।

এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখ বাহিনীর বৃহত্তম অংশে (বিশেষ করে ওকিনাওয়াতে) জাপান সহায়তা দিচ্ছে। এই বাহিনী নিয়মিত অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সঙ্গে যৌথ মহড়া দিয়ে থাকে, যাতে চীনকে সামরিক অভিযানের চড়া মূল্যের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। তবে ইশিবার প্রস্তাবিত এশিয়ান ন্যাটো বর্তমানের এই ব্যবস্থার তুলনায় খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারবে না, উল্টো ইশিবার প্রস্তাব আরেকটি গুরুতর সমস্যা ডেকে আনবে। সেটি হলো তাইওয়ান। এখন তাইওয়ান যদি চীনের কমিউনিস্ট শাসনের অধীন চলে যায়, তাহলে জাপানের

কৌশলগত পরিসর মানসিক, সামরিক ও বাণিজ্যিকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়বে।

তখন সবার কাছে মনে হবে, যে ‘আত্মরক্ষার সমষ্টিকরণ’ তাইওয়ানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তার আদতে কোনো দাম নেই। তাইওয়ানের নিরাপত্তায় সরাসরি আগ্রহী দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ফিলিপাইন। অন্য দেশগুলো কি এমন একটি এশিয়ান ন্যাটোতে যোগ দিতে চাইবে, যার প্রধান প্রতিরক্ষাবিন্দু তাইওয়ান? সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তারপর আছে ভারতের প্রশ্ন। শিনজো আবে যখন ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন, চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে থাকা ভারত তার দীর্ঘদিনের মিত্র রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। কোয়াডে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ভারত সম্ভবত একটি এশিয়ান ন্যাটোতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। কারণ, মস্কোর সঙ্গে দিল্লি তার সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলতে চায় না। এ বিষয়ে ভারতকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা জাপানের উচিতও হবে না।

ইশিবার রাজনৈতিক সম্ভাবনা তাঁর কর বাড়ানোর আহ্বানের কারণে আরও ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত ও করপোরেট উভয় ক্ষেত্রেই আয়কর বাড়ানোর সুযোগ আছে। তিনি মূলধন লাভের ওপর করারোপের ব্যাপারেও আগ্রহী। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে, ইশিবা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, কর বাড়ানোকে সমর্থন করা একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তিনি নির্বাচনে জিততে পারবেন? এলডিপির আসন্ন নির্বাচনে জয়ের প্রয়োজনই ইশিবাকে বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ। হাউস অব কাউন্সিলরস (পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ) প্রতি তিন বছরে এর অর্ধেক আসন নবায়ন করে। এই উচ্চকক্ষের পরবর্তী নির্বাচন ২০২৫ সালের জুলাইয়ে নির্ধারিত রয়েছে। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের (নিম্নকক্ষ) বর্তমান মেয়াদ ২০২৫ সালের অক্টোবরে শেষ হবে।

সাধারণ জ্ঞান খাটিয়ে বোঝা যায়, একটি প্রশাসন সবচেয়ে রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করে শাসনের শুরুর দিকে। অর্থাৎ শুরুতে যেকোনো সরকার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা খাটানোর সুযোগ পেয়ে থাকে। ইশিবা সম্ভবত এ সুযোগ ব্যবহার করে নিম্নকক্ষটি ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দেবেন, যাতে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাঁর সরকারকে শক্তিশালী করতে পারেন। যদি তিনি সামনের মাসগুলোয় নিম্নকক্ষ ভেঙে দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি সম্ভবত উভয় কক্ষের জন্য আগামী জুলাইয়ে নির্বাচন দিতে পারেন। অবশ্য ইশিবার কপাল ভালো, জাপানের অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় নেই। জিডিপি সর্বকালের সর্বোচ্চ অবস্থায় আছে। কর রাজস্বও রেকর্ড পরিমাণ এসেছে। তবে বেসরকারি খাতের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ সম্ভব হয়নি। তাই এখন কর বাড়ানোর উপযুক্ত সময় নয়; বরং কর কমানো উচিত। এর কারণ, খুব কম দলই কর বাড়িয়ে নির্বাচনে জিততে পেরেছে। ইশিবার রাজনৈতিক দীর্ঘায়ু নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ার তৃতীয় প্রধান কারণ হলো তাঁর প্রতি সরকার গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত নেতাদের আনুগত্যের ঘাটতি। ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, যখন জাপানের কোনো সরকার স্বল্পস্থায়ী হয় বা সরকারের পতন ঘটে, তখন তার পেছনে সাধারণত মন্ত্রিসভার সদস্যদের দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারির কিংবা কান্তেই (প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন) সংশ্লিষ্টদের বিশ্বাসঘাতকতা কাজ করে। সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হলে সরকার পড়ে যায়।

ইশিবা এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন। আমি সে মন্ত্রণালয়ের অনেক বেসামরিক কর্মকর্তাকে চিনি এবং আমি ‘আত্মরক্ষা বাহিনী’র শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও পরিচিত। ইশিবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন—এমন প্রশ্ন করার পর তাঁরা যখন প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তখন দেখেছি, তাঁরা স্পষ্ট কোনো উত্তর দেন না; প্রতিবারই তাঁরা কপালে ভাঁজ ফেলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। তাঁর কাজের প্রায় ৯৯ শতাংশই বিপর্যয় মোকাবিলা করা-সংশ্লিষ্ট কাজ। আর যেকোনো নতুন উদ্যোগ তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন সেগুলো বাজেট বরাদ্দ ও আইনগত দিক থেকে সমর্থন পায়। ইশিবার নতুন উদ্যোগগুলো এই সমর্থন পাবেন বলে মনে হয় না। জাপান আর স্বল্পস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর যুগে ফিরে যেতে পারে না, যা শিনজো আবের সময়ের আগে দেখা যেত।

দুর্ভাগ্যবশত, ইশিবার নীতিগত অবস্থান ও প্রশ্নবিদ্ধ ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা কোনো ভালো লক্ষণ দেখাচ্ছে না।

অনুবাদ

প্রথম নজর

দুঃস্থদের বস্ত্র, খাবার দিলেন সাংবাদিকরা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে অসহায় মানুষদের হাতে নতুন জামা কাপড় ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন সাংবাদিকরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাবের তরফে রবিবার জেলার কুশমন্ডি ব্লকের হাসরাইল গ্রামে গিয়ে সেখানকার অসহায় মানুষদের হাতে নতুন জামাকাপড়, এবং চাল, ডাল, তেল তুলে দেওয়া হয়। জানাগিয়েছে, অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পড়ুয়া এবং কুশমন্ডি, হরিরামপুর ও বংশীহারী ব্লকের বড়দের জন্য। যেখানে দুর্গোৎসবের আগে সবাইকে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন জামা ও খাদ্য সামগ্রী, বড়দের জন্য ছিল খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপহার। এদিনের এই মহতি অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি কুশমন্ডি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ড: নয়না দে , কুশমন্ডি থানার আইসি তরুন সাহা ও হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার এবং হাসরাইল বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের আশ্রমিক দীলিপ মাহাতো উপস্থিতি থেকে গরিব ও অসহায় মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র তুলে দেন। এবিষয়ে কুশমন্ডি থানার আইসি বলেন, 'এমন উদ্যোগ সমাজের শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াবে এবং দুর্গোৎসবের আগে আনন্দও দেবে।'

এবিষয়ে কুশমন্ডি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ড: নয়না দে বলেন, 'এত সুন্দর অনুষ্ঠান করবার জন্য ক্লাবের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।

৮ বছর ধরে বন সুরক্ষার টাকা না মেলায় রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের বিষ্ণুপুর রেঞ্জের আগরদা কুমড়াদহতে বন সুরক্ষা কমিটির ৩২০ জন সদস্য সদস্য ২০১৬ সালের পর থেকে শেয়ার মানি টাকা পাচ্ছেন না। এই অভিযোগ তুলে আজ বিষ্ণুপুর রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। তাদের দাবি ২০১৬ সালের পর থেকে দীর্ঘ আট বছর হয়ে গেছে এর মধ্যে চারবার বনে গাছ কাটা হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বনে গাছ কাটার যে লভ্যাংশের শেয়ার মানির টাকা বনে ডিউটি করার জন্য বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা পেয়ে থাকেন সেই টাকা তারা পাননি। যে কারণেই তারা আজ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে রেঞ্জ অফিসে। বিষ্ণুপুর রেঞ্জ অফিসার আশিস ঘোষ জানান বন সুরক্ষা কমিটির একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট থাকে সেখানে শেয়ার মানে টাকা সরাসরি সেই অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট হয়। পরবর্তীতে সেই টাকা সদস্যদের নিজস্ব একাউন্টে যায়। কিন্তু এই বন কমিটির যে নিজস্ব একাউন্ট রয়েছে সেই একাউন্টে ব্যাংকের সাথে প্যান কার্ড সংযুক্ত করা নেই। যে কারণেই তাদের টাকা বন সুরক্ষা কমিটির মেইন একাউন্টে জমা রয়েছে অথচ সদস্যরা পাননি। তবে তাদের এই সমস্যা যাতে দ্রুত সমাধান হয় তার জন্য বন সুরক্ষা কমিটিকে সাহায্য করবেন কর্মীরা।

কল্যাণমুখী সমাজের বার্তা আহলে হাদিসের জেলা সম্মেলনে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: ইসলামের মহান আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে উত্তর দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিশাল জেলা সম্মেলন। ২ অক্টোবর বুধবার গোয়াগাঁও-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন, ইসলামী চিন্তাধারা ও সমাজের কল্যাণমুখী দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি আজগার আলী ইমাম মাহদী সালাফী ও মাদানী সাহেব। বিশেষ অতিথিত্বে আয়োজিত এই সম্মেলনে ধর্মীয় বক্তৃতার পাশাপাশি চলে, যেখানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আবদুল হালিম বলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের গোয়াগাঁও- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় জমিয়তে আহলে হাদীস সংগঠনের জেলা সম্মেলন।

এই জেলা সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়তে আহলে হাদীস সংগঠনের কেন্দ্রীয় আজগার আলী ইমাম মাহদী সালাফী ও মাদানী এবং বিভিন্ন ইসলামিক পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে ইসলামের নীতি নিয়ে আলোচনা করেন বিভিন্ন বক্তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিশ্চিন্তপুরের অনাথ আশ্রমে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: গত ২৯ সেপ্টেম্বর রবিবার মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পক্ষ থেকে নিশ্চিন্তপুরের একটি প্রত্যন্ত অনাথ আশ্রমে দুঃস্থ শিশু ও কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধার হাতে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া ও এই দিন দুপুরে ৭০ জন মানুষের জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও তার পরের দিনই দক্ষিণ বারাসাতের ৩০ টি পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র ও মাসিক রেশন তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ -সভাপতি রাজা সেন বক্সি বলেন "আমরা প্রত্যেক বছরই দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ ও মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করে থাকি, এ বছরও তার অন্যথা হয়নি।

আদর্শ শিক্ষক সংগঠন নিয়ে সেমিনার

উস্মার সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বুধবার বহরমপুরের গোরাবাজারে অবস্থিত দ্যা ঋদ্ধি গ্রিনভ্যালিতে অনুষ্ঠিত হলো আদর্শ শিক্ষকদের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা, যেখানে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই সভার আয়োজন করেছে অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের বহরমপুর ব্লক শাখা। অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ঠিক ৪ টায়। সভার সঞ্চালনা করেন শেখ মারুফ হোসেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অ্যাসেসিয়েশনের ব্লক সভাপতি নূর আলী।মোহাম্মদ শামসুল আলমইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে তার বক্তব্য রাখেন। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাকে কিভাবে সমাজের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন শিক্ষার বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং শিক্ষকদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা নিয়ে তার বক্তব্য দেন। রাজ্য সহ-সভাপতি জানে আলম, প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সেলিম বলেন, শিক্ষকরা হলেন সমাজের আয়না। সমাপনী বক্তব্ রাখেন জেলা সভাপতিম মফিজুর রহমান।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার বাঁশদ্রোণীর ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিলেন কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র পরিষদ উদ্যান বিভাগ ও রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশীষ কুমার। বুধবার কলকাতা পৌর সংস্থায় রাষ্ট্রাপিতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এই কথায় জানান তিনি। দেবাশীষ কুমার জানান যে, আগামীদিনে যাতে এই ধরেন ঘটনা না ঘটে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করা যায়। তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি এই ঘটনায় কে মর্মান্তিক বলে মৃত ছাত্রের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাঁশদ্রণি এলাকায় কেইআইপি'র রাস্তা মেরামতের কাজ চলছিল । সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কাউন্সিলর থানায় আছেন বলেও জানান তিনি। দেবাশীষ কুমার জানান যে ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যাতে আগামীদিনে এইধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন মেয়র পরিষদ উদ্যান বিভাগ দেবাশীষ কুমার।

মামার বাড়িতে পুকুরে তলিয়ে মৃত্যু বালকের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের শাকারি এক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুলচৌরা গ্রামে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গভীর পুকুরের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল মামার বাড়িতে থাকা আট বছরের শেখ মোবারকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে। মোবারকের বাড়ি বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার রোল গ্রামে হলেও, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে খণ্ডঘোষের কুলচৌরা গ্রামে মামার বাড়িতে বসবাস করছিল ওই নাবালক। জানা গেছে, আজ বুধবার দুপুরে গ্রামের মধ্যেই একটি পুকুরের ধারে খেলার সময় পুকুরের জলে পড়ে যায় মোবারক। সাঁতার না জানার কারণে সরাসরি সে তলিয়ে যায় জলের গভীরে। ঘটনার পরেই মোবারকের ঠাকুমা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গ্রামের বাসিন্দারা পুকুরের জলে নেমে আপ্রাণ চেষ্টা করেন নাবালককে উদ্ধারের জন্য। তবুও অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উদ্ধার করা যায়নি মোবারককে।

এরপর পার্শ্ববর্তী শাকারি গ্রাম থেকে জেলেদের ডেকে নিয়ে আসা হয়। তারা বড় বড় জাল নিয়ে বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় মোবারকের নিথর দেহ উদ্ধার করে।

বর্জ্য সংরক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা নওয়াপাড়ায়

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় বর্জ্য পদার্থ মজুত কেন্দ্রের উদ্বোধন করলো নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। 'স্বচ্ছতাই সেবা' কর্মসূচিকে সামনে রেখে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বজ্র পদার্থ মজুত কেন্দ্রের উদ্বোধন সহ এলাকায় কয়েকটি কর্মসূচি করে নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার দুপুরে নলহাটি দু'নম্বর ব্লকের নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি দুই নম্বর ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, নওয়াপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান রিপন সেখ সহ অন্যান্যরা। পঞ্চায়েত প্রধান রিপন সেখ জানিয়েছেন, এদিন যে বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণে কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে সেটির খরচ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

স্বচ্ছতা ভারত কর্মসূচি পালন জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে বুধবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অফিস থেকে উওর পাড়া, রাধাবল্লভতলা,মিত্র পাড়া,মতিলাল পাড়া হয়ে পৌরসভায় এসে স্বচ্ছতা ভারত কর্মসূচি শেষ করা হয়।এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অফিস থেকে ঝাঁটা হাতে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, পৌরসভার ই ও শ্যামল কান্তি মন্ডল,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, এ এস আই সমীর চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।এদিন পৌরসভার সাফাই বিভাগের কর্মীরা, জয়নগর থানার পুলিশ, সিভিক ও সাধারণ মানুষ এই সাফাই অভিযানে অংশ নেন। রাস্তার পাশে থাকা নোংরা স্তূপ পরিষ্কার করে পৌরসভার ময়লা ফেলার গাড়িতে তোলা হয় ।

পরিবেশ ও জীবজন্তু নিয়ে বই প্রকাশ

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন:নুতন বই প্রকাশনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকে জয়পুর কালীবাড়ী এলাকায় প্রকাশিত হল 'পরিবেশ জীবজন্তু ও মানুষ'। লেখক অজয় কুমার গায়েনের উদ্যোগে এবং প্রকাশক পরিমল দের সহযোগিতায়। বর্তমান সমাজের অবহেলিত জীব জন্তু,পশু পাখি, বৃক্ষ এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সুদিন বিশ্বাস,শিকড়া কুলীন মিশনের মহারাজ, বসিরহাট -পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক , বিশিষ্ট সমাজসেবী এটিএম আব্দুল্লাহ রনি,মাটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা।

গজল গেয়ে পুরস্কৃত রীতিকা-দেবনাথরা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: সোমবার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসায় (উচ্চমাধ্যমিক) পালিত হল বিশ্বনবী দিবস। এদিন মাদ্রাসার আরবী বিভাগের শিক্ষক মাওলানা আলি আজহার মন্ডল সাহেবর ক্বুরআন তিলাওয়াত এবং নাতে রসুল দিয়ে শুরু হয় মুল অনুষ্ঠান।এদিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিলো ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা, সকাল থেকেই চলে ক্বেরাত, গজল, ক্যুইজ, বক্তব্য এবং তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রতিযোগিতা। সমস্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। রীতিকা এবং দেবনাথের কথায় আমার মাদ্রাসার অনুষ্ঠান তাতে আমরা অংশগ্রহণ করে নিজেদের মনে অন্যরকম একটা আনন্দ কাজ করে। উল্লেখ্য তারা দু'জনেই গজল গেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলশুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতর সভাপতি কাসেম আলী সেখ তিনি বলেন, ইসলাম ধর্ম এবং নবীজির প্রথম বার্তা ছিল শিক্ষা। আমাদের সমাজকে বেশি বেশি করে শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। উপস্থিত ছিলেন বেলশুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতর উপপ্রধান আকবর আলি, মাদ্রাসার সেক্রেটারি তাহের বাবু, প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী, আসফ আলি মল্লিক, মাওলানা মোঃ আলি আজহার মন্ডল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদ্রাসা শিক্ষক আরসেদ আলি খান।

বোলপুর থানার পুলিশের বড় সাফল্য

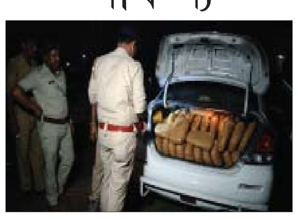

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:মহালয়ার রাতেই বোলপুর থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়িতে ১৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। যদিও গাড়ির চালক ও আরোহীরা পুলিশকে দেখেই গাড়ি ফেলে রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। তাদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পুলিশের কাছে গোপন সূত্র খবর আসে একটি গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ মাদক প্রবেশ করানো হচ্ছে বোলপুরে। সেইমতো বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করা হয়। তারপরই বোলপুরের অন্নদাপল্লীর কাছে একটি গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। ততক্ষণে গাড়ি চালক ও আরোহীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে গাড়ির দিকে খুলে বিপুল পরিমাণ এই গাঁজা উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য মঙ্গলবার ভোরে বিবেকানন্দপল্লীর এক মহিলার বাড়িতে ৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

চৌহাটি মদিনা নগর মাদ্রাসায় হজ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: বুধবার হজ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের দক্ষিণ চৌহাটি মোদিনা নগর মাদ্রাসায়। প্রধান অতিথি ছিলেন যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস বিখ্যাত আলে মুফতি লিয়াকাত আলি। মুফতি লিয়াকাত বলেন, বুনিয়াদি কথা প্রত্যেক জিনিসটা শিখে করতে হবে কমপক্ষে। নামাজের নিয়ম কানুন গুলো হজ করে এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে এবং নামাজের সূরা কেরাতগুলো সঠিকভাবে পড়তে হবে। হিমচি মাদ্রাসার মুফতি সিদ্দিকুল্লা সহজ ভাষায় হজের ট্রেনিং দেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ নেতা আব্দুর রহমান মোল্লা, বাগমারি হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ সরদার, হাজী ইউসুফ মোল্লা, আইনজীবী আবুল ফারহা মন্ডল, মাওলানা মাসুদ, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ, মাস্টার সেলিম, মাওলানা আলী হোসেন, মাওলানা নাজমুস শাহাদাত। সভা পরিচালনা করেন মদিনা নগর ট্রাস্টের সম্পাদক মাওলানা ইমাম হোসেন সাহেব।

বনি চাইল্ড স্কুল ও মিশনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে আলোচনা সভা

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার কালিয়াচকের কালিকাপুরে বনি চাইল্ড স্কুল ও মিশনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা মহাত্মা গান্ধীজির ১৫৫ তম জন্মবার্ষিকী ও অহিংসা দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান মডেল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাঁর আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং এটি ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি। যা সারা বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। ভারত সরকার তার সম্মানার্থে তাকে ভারতের জাতির জনক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধীজির জন্মদিনকে ভারতে গান্ধী জয়ন্তী দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। ২০০৭ সালের ১৫ ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২ রা অক্টোবরকে

আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেইদিন থেকে গোটা দেশব্যাপী এই দিবস পালন করে চলেছে।

এদিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াচকের শিক্ষারত্ন প্রাপ্তি শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: হাজেরুল ইবকার, কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাঈম আসগার, বনি চাইল্ড স্কুল ও মিশনের সম্পাদক জসিমুদ্দিন আহমেদ, স্কুলের ডিরেক্টর সামিম জাভেদ আলী সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। বনি চাইল্ড স্কুল ও মিশনের মিশনের ডিরেক্টর সামিম জাভেদ আলী জানান, প্রতি বছর আমাদের বনি চাইল্ড স্কুলে বিভিন্ন শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারেও আমরা আমাদের স্কুলে বক্তব্য, কবিতা, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী, নাচ, গান, তবলা, দেওয়াল পত্রিকা, ডেঙ্গু সতর্কতা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, ইত্যাদি সচেতনতা মূলক নানা অনুষ্ঠান করলাম।

গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে সাফাই অভিযান

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লক অফিসে প্রাঙ্গনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানানোর পরে পরে গোটা বিডিও অফিস চত্বর এলাকা সাফাই অভিযান করা হয়। ঝাড়ু হাতে নিয়ে বিডিও, জয়েন্ট বিডিও ও জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষরা বিডিও অফিস চত্বর এলাকা পরিষ্কার করেন। অভিযানে ছিল হরিহরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পতঙ্গ বাহিত টিম। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, জয়েন্ট বিডিও আমস তামাং, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর , বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাব উদ্দিন সেখ সহ অন্যান্যরা।

পিঁপড়াপুড়িতে মহাত্মা গান্ধি স্মরণে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল পৌরসভার অন্তর্গত পিঁপড়াপুড়ি নামক গ্রামের মানবতার আলো সমাজ সেবামূলক গোষ্ঠীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব বরণীয় রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবির সাথে দরিদ্র ব্যক্তিদের বস্ত্র বিতরন। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় নৃত্য, গান সহ বিশ্ব সম্প্রীতির উপর গুণীজনদের বক্তব্য।

উপস্থিত ছিলেন ডোমকল পৌরসভার বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলীম বিশ্বাস (বাপি), ডাঃ জাফর শরীফ, ডাঃ শওনয়াজ শাহ, দ্বিভাষিক কবি ইমদাদুল ইসলাম, কবি ও সমাজসেবী সাইফুল ইসলাম, শিক্ষক বাবর মণ্ডল, মুস্তাকিম সেখ, ইমরান হোসেন, সইদুল ইসলাম প্রমুখ।

الدعوة
দাওয়াত

◆ সুস্থতা ও অবসর অমূল্য সম্পদ

◆ মিথ্যাচারীকে পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ

◆ আমলই জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ

◆ দিনের শুরুতে রাসূল সা. যেসব আমল করতেন

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ৩ অক্টোবর, ২০২৪

হযরত মুহাম্মদ সা. মহা-আদর্শবান মানব ও সম্প্রীতির এক অনন্য প্রতীক

জমালউদ্দিন তরফদার

“যে ফুল ফুটিল মক্কায়, সুবাসিত করিল সারা জাহান। আল্লাহর দূত তিনি হযরত মুহাম্মাদ সা.”

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমান সৌদি আরবে অবস্থিত মক্কা নগরীর কুরাইশ গোত্রের বনি হাশিম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ সা. ৫৭০/৫৭১ খ্রীস্টাব্দে ৯ই/ ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম আমিনা এবং পিতার নাম আব্দুল্লাহ।

মা আমেনা দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে খবর পাঠান । আব্দুল মুত্তালিব খুশিতে তখনি শিশু মুহাম্মদ সা. কে কোলে নিয়ে তার নাম রাখেন মুহাম্মদ ।

একজন আল-আমিনের কথা আমরা সবাই জানি তিনি যে শুধুই মুসলমানের জন্য ছিলেন তা কিন্তু না, তিনি সকল জাতির জন্য আরবের সকল মানুষের কাছে সমান বিশ্বাসি ছিলেন। তিনিই ছিলেন একজন আদর্শবান মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষকও।

মহানবী হজরত মুহম্মাদ সা. ছিলেন সব শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি ছিলেন শিশুর আদর্শ, যুবকের আদর্শ, সৈনিকের আদর্শ, সেনাপতির আদর্শ, স্বামীর আদর্শ, পিতার আদর্শ, ব্যবসায়ীর আদর্শ, শিক্ষকের আদর্শ ও রাষ্ট্রনায়কের আদর্শ। পৃথিবীর অন্যকোনো মহামানবের ভেতরে এমন অপুর্ব দৃষ্টান্ত আমার তো মনে হয় পাওয়া যাবে না, যার সমাহার ও সংমিশ্রণ শুধু এই মহামানবের জীনাদর্শেই বিদ্যমান। তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করার মধ্যে মানব জীবনের ঐকান্তিক সফলতা নিহিত।

রাসূল সা. ছিলেন সৃষ্টির সেরা মানুষ।তিনি ছিলেন একাধারে দানবীর, ক্ষমাশীল ও মহানুভবতাশীল।

হযরত মুহাম্মদ সা. সম্প্রীতির একজন বার্তা বাহক ছিলেন বটে। আল্লাহর বন্ধু প্রিয় রাসূল সা. শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এই ধরায় শুভাগমন করেন আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে। হযরত মুহাম্মদ সা. বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর এক অনন্য রহমত স্বরুপ প্রেরিত দূত ও প্রতীক । আল্লাহ তা’য়ালার ঘোষনা পবিত্র কোরআনে
“وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ”
“আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্য বিশেষ রহমত স্বরুপ”। (সুরা-আম্বিয়া-১০৭)।

তিনি দরিদ্র-ধনী কালো - সাদা সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ঠ সচেষ্ট ছিলেন। তিনিই মানবাতার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

আজ অশান্ত বিশ্বে ক্ষমতার দ্বন্দ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, জাতি গোত্রে হানা-হানি সব কিছুর মুল উচ্ছেদ করে বিশ্ব মানবতাকে শান্তির সুশীতল চায়া তলে আচ্ছাদিত করতে নবী মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ অনুস্বরণ করা ছাড়া কেনো বিকল্প নেই।তিনি অন্ধকার যুগের পশুসুলভ জীবনাচার ও জুলুম ও অত্যাচার নিপীড়ন-নির্যাতনের সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে মানবতাকে সভ্যতার আলোর দিকে এগিয়ে নিতে; তিনি ভোরের সমীরণপ্রবাহ সঙ্গে নিয়ে, প্রভাত রবির রঙিন আলোয়, সকালের সূর্যের হাসি হয়ে উষার আকাশে উদিত হলেন মুক্তির দূতরূপে।

তখন চলছিল আইয়ামে জাহেলিয়াত, মানে অন্ধকার যুগ। অজ্ঞানতা, মূর্খতা, কুসংস্কার ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ। এ সময় জ্ঞানের আলো নিয়ে, মুক্তির বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আসেন মানবতার মহান বন্ধু হজরত মুহাম্মদ সা.।

জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মানবতার কথা বলেন। মানবতার প্রেমিক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করতে চান এবং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মানবতার নিজস্ব সংজ্ঞা দিতে পছন্দ করেন। সকল মানবের প্রভু আল্লাহ মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে অবশ্যই কাউকে পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন প্রফেট মুহাম্মদ (সাঃ)

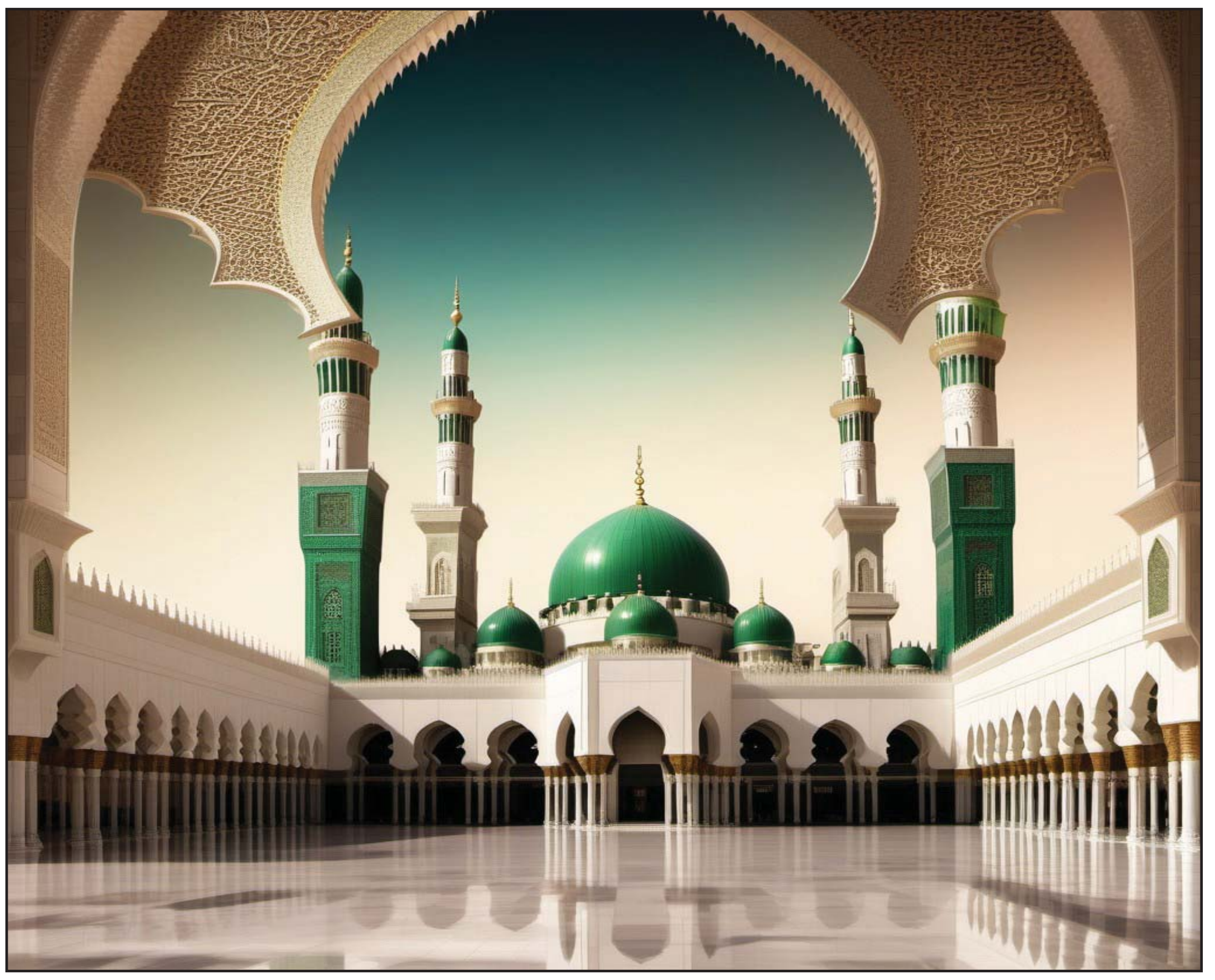

মুহাম্মদ সা. যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা নিজেই এর বাস্তব নমুনা হিসেবে মানবজাতির কাছে পেশ করেছেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন আঞ্জাম দিয়েছিলেন অত্যন্ত সুচারু রুপে। রাসূল সা. পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বর একটি জাতিকে শ্রেষ্ট জাতিতে পরিণিত করে পৃথিবীতে অনাগতের জন্যও এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন রেখে গেছেন।

রাসূল সা. বিশ্বজাহানে শান্তি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য নজির স্থাপন করেন, সর্বক্ষেত্রে তিনি সফল ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক গিবনের ভাষায় বলা যায় যে, “If all the world was united under one leader, Muhammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happi-ness”।সমগ্র দুনিয়াটাকে যদি একত্র করে একজনের নেতৃত্বে আনা যেত তাহলে নানা ধর্মমত, ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তার মানুষকে শান্তি সুখের পথে পরিচালনার জন্য হযরত মুহাম্মদ সা.-ই হবেন সর্বোত্তম যোগ্য নেতা”।

তিনি ছিলেন মানবতার বার্তা বাহক ও শান্তির দূত স্বরুপ প্রেরিত আমাদের নবী সা.। ব্যক্তি জীবনেও ছিলেন শান্তির অনন্য দূত। এক কোথায় সর্বক্ষেত্রে শান্তির ও সম্প্রীতির নায়ক হিসেবে রাসূল সা.এর বিরাজছিল এক অনন্য নজির। তাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরাও অকপটে স্বীকার করেছেন যে মুহাম্মাদ সা. সর্ব কালের, সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব। রাসূল সা.-এর চরিত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন পবিত্র কুরআনে
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،إلي الأخير الأية
‘আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।’ (সুরা আহজাব , আয়াত : 21)। অর্থাৎ নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানের ওপর আপনি অধিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নৈতিক চরিত্রের মান নিয়ে মক্কার মুশরিকদেরও অভিযোগ ছিল না।

তাঁর বিশ্বস্ততা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের ছিল না কোনো মতোভেদ । রাসূলুল্লাহ সা.-এর নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংজ্ঞা দিয়ে হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, ‘কোরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র।’ রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়ার তাবৎ মানুষের সামনে শুধু কোরআনের শিক্ষাই পেশ করেননি। বরং তিনি নিজেকে কোরআনের জীবন্ত নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। কুরআন মজিদে যে নৈতিক গুণাবলীকে উৎকৃষ্ট কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব গুণে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ গুণান্বিত।

রাসূলে করিম সা.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে সবার জন্য অনুসরণীয় ও মুক্তির দিশারী হিসেবে। আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তি মহানবীর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
‘হে রাসূল! তুমি লোকদের বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত :৩১)

রাসূলকে ভালোবাসার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। তাঁর সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন না করে নিজেকে আশেকে রাসূল বলে দাবি করা মূল্যহীন ।

রাসূল সা. বলেছেন, ‘আমার উম্মতের সব লোকই জান্নাতি হবে কেবল অস্বীকারকারী ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কে? রাসূল সা. উত্তর দিলেন , যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই অস্বীকারকারী।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৮৫১)

জীবনের সফলতা পেতে হলে তাঁর আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। তাঁর আদর্শ বাদ দিয়ে অন্য কারো আদর্শ অনুসরণ করে জীবনে সফল হওয়া যাবে না। কোরআনে বলা হয়েছে “
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
‘যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করবে।’ (সুরা আহজাব, আয়াত : ৭১)।

অবশেষে এই মহামানব ও সম্প্রীতির প্রতীক ৮ই জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুতাবেক ১১ হিজরি সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় তিনি মদিনায় আয়িশার গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

সুস্থতা ও অবসর অমূল্য সম্পদ

নাজমুল হুদা

সুস্থ-সুন্দর জীবন কে না চায়? সেই সাথে দুনিয়ার হাজারো ব্যস্ততার মাঝে মানুষ অন্বেষণ করে একটুখানি স্বস্তি-শান্তিময় অবসর। কিন্তু বহু কাঙ্ক্ষিত সুস্থতা আর অমূল্য সম্পদ অবসর মানুষ কতটা কাজে লাগায়?

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন দু’টি নিয়ামত আছে, যে দুটোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর। (বুখারি ৬৪১২)

মানুষ জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে যারপরনাই উদাসীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন মাজিদে বলেন, তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার আর ধন-মাল ও সন্তানাদিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র । তার উদাহরণ হলো বৃষ্টি, আর তা থেকে উৎপন্ন শস্যাদি কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়, তারপর তা পেকে যায়, তখন তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, পরে তা খড়কুটা হয়ে যায় । (আর আখিরাতের চিত্র অন্যরকম, পাপাচারীদের জন্য), আখিরাতে আছে কঠিন শাস্তি, (আর নেককারদের জন্য আছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। (আল-হাদিদ-২০)

দুনিয়া দুনিয়া করে মানুষ পাগলপারা। একে-অপরের দিকে

তাকিয়ে কেবলই হাহুতাশ; অমুকের অমুক হলো; কিন্তু আমি কী পেলাম? মানুষের স্বভাবই যেন শুধু অন্যের ধনসম্পদ দেখে আফসোস আর আক্ষেপ করা। অথচ চিন্তা করলে দেখা যাবে আমার চেয়ে অনেক অভাবী অসহায় মানুষ সমাজে বিদ্যমান। তবু কেবলই মানুষের দৃষ্টি তার উপরের দিকে। তাই লোভের তাড়নায় মানুষ আত্মপরিচয় ভুলে যায়। ভুলে যায় তার স্রষ্টা মহান প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বড়ত্বের কথা। আর তখন সমাজ সংসারে বিবিধ সমস্যা সঙ্কটে আল্লাহকে ছেড়ে সে তারই মতো আরেক মাখলুক মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আবার তথাকথিত পীর ফকির কবর মাজারের পূজারী হয়ে যায়। আল্লাহর নাম ভুলে গিয়ে খাজাবাবার নাম জপতে থাকে; মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়লাকে ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঠোকর খায়। মাজারে শায়িত ব্যক্তির কাছে ছেলে চায় মেয়ে চায়; আরো চায় বাড়ি গাড়ি নারী সম্পদ।

এভাবে শিরক-বিদআতের আখড়ায় গিয়ে সঠিক পথ হারিয়ে পুণ্যের পরিবর্তে পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেয়া অন্যতম নিয়ামত সুস্বাস্থ্য আর অমূল্য অবসরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে দিন ফুরিয়ে যায়। বিবেক বিবেচনা ও ভালো মন্দের বাছবিচার এমনভাবে লোপ পায় যে, একপর্যায়ে মহামূল্যবান ঈমানটাও সে হারিয়ে ফেলে।

পবিত্র কুরআন মাজিদ এবং হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান বাণী ছেড়ে সে তখন যোজন যোজন দূরে চলে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে বলেন, আর তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, (তিনি) ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; সব প্রশংসা তাঁর জন্য দুনিয়াতে (যেমন) এবং আখেরাতেও (তেমনি), আইন ও বিধান তাঁরই, তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

(হে নবী,) এদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের একটুখানি আলো এনে দিতে পারবে; (তারপরও) তোমরা কর্ণপাত করবে না?

তুমি (আরো) বলো, তোমরা কখনো এ কথা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকেও (রোজ) কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী করে) তোমাদের ওপর বসিয়ে দেন, তাহলে (বলো) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের (জন্য) রাত এনে দিতে পারবে, যেখানে তোমরা এতটুকু বিশ্রাম নেবে, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামত) দেখতে পাও না?

এটা তো তাঁরই রহমত যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন। যাতে করে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পারো এবং (দিনের বেলায়) তাঁর (জীবিকার) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পারো।

সেদিন (আবার) আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, কোথায় (আজ) আমার সেসব শরিক যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে। সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝ থেকে একেকজন সাক্ষী বের করে আনব, অতঃপর (তাদের) বলবা, তোমরা (সবাই তামোদের পক্ষে) দলিল প্রমাণ হাজির করো, (সে দিন) ওরা সবাই বুঝতে পারবে, (যাবতীয় সত্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্ধারিত, তারা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব কথা উদ্ভাবন করতো তা নিমিষেই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। (কাসাস-৭০-৭৫)

মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহি পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন শিরকের পাপ থেকে বাঁচার জন্য।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, অথচ (হে নবী,) তোমরা কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও যারা তোমরা আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ (মর্মে) ওহি পাঠানাে হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্যদের) শরিক করাে তাহলে অবশ্যই তোমরা (সব) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। (আয-জুমার : ৬৫)

চিরসত্য চিরঞ্জীব মহান রাব্বুল আলামিন আরো বলেন, কখননো আল্লাহ তায়ালার সাথে তুমি অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেইও। তাঁর মহান সত্তা ছাড়া প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল; যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তার জন্যই এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (আল-ক্বাসাস : ৮৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আন্তরিক আকুতি সবধরনের বাতিল-ভ্রষ্ট পথ ছেড়ে আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমে চলার তাওফিক দান করুন।

মিথ্যাচারীকে পথপ্রদর্শন করেন না আল্লাহ

মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন

কোনো মানুষ যদি সত্য উদঘাটনে সন্দেহে পতিত হয়, অতঃপর প্রবৃত্তির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজ সত্যতার পরিচয় দিয়ে তা অনুসন্ধান করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে এবং সত্য খুঁজে পায়। কিন্তু তারপরও যদি বিফল হয় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। সত্যের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা। পবিত্র কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাচারীকে পথ প্রদর্শন করেন না (সুরা মুমিন-২৮)।

সর্বপ্রথম অন্তরে মিথ্যার উদয় হয়, অতঃপর তা ভাষায় প্রকাশ করে এবং শারীরিক কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। ফলে মিথ্যার প্রভাবে তার জবান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এবং অবস্থা বিনষ্ট হয়। তখন মিথ্যাচার তার বেসাতিতে পরিণত হয়। মুমিন হতে হলে আল্লাহ এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসায় আবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তার জাগতিক জীবনের সবকিছু নির্ধারিত হবে। আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসার কারণে সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবে। রসুলের নির্দেশিত পথে যেহেতু আল্লাহকে চেনা যায়, আল্লাহর দেওয়া দীনে আবদ্ধ থাকা যায় সেহেতু তার প্রতি তার নিখাদ

আনুগত্য থাকতে হবে। ইমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহ এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসার প্রকাশ অপরিহার্য শর্ত। এ ভালোবাসার জন্য দুনিয়ার অন্য সবকিছুর প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের অবসান ঘটাতে হবে। আল্লাহ তার রসুল এবং মুমিনদের ভালোবাসার মাধ্যমে ইমানের স্বাদ লাভ করা যায়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে সে ইমানের স্বাদ লাভ করবে। (ক) আল্লাহ এবং তার রসুল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় পাত্র হবে। (খ) কোনো মানুষকে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসবে। (গ) কুফরি থেকে আল্লাহ, তাকে মুক্তি দেওয়ার পর তাতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে ঘৃণা করে’ (বুখারি ও মুসলিম)। অন্তরে যদি ভালোবাসার বীজ বপন করা হয় এবং ইখলাস ও নবী সা.-এর অনুসরণ দ্বারা তাকে সিক্ত করা হয়, তবে তাতে রংবেরঙের ফলের সমাহার দেখা যাবে, আল্লাহর হুকুমে তার স্বাদও অত্যন্ত সুমিষ্ট হবে। ভালোবাসা চার প্রকারের : (১) আল্লাহকে ভালোবাসা। এটাই হচ্ছে ইমানের মূল। (২) আল্লাহর কারণে কাউকে ভালোবাসা এবং তার কারণেই কাউকে ঘৃণা করা। এটা হচ্ছে ওয়াজিব ভালোবাসা। (৩) আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে ভালোবাসা। অর্থাৎ ওয়াজিব ভালোবাসায় আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে অংশী করা। যেমন, মুশরিকদের তাদের মাবুদদের ভালোবাসা। এটা হচ্ছে আসল শিরক। (৪) স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমন পিতা-মাতা, সন্তান, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিকে ভালোবাসা। এটা জায়েজ।

আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাইলে দুনিয়াবিমুখ হতে হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তুমি দুনিয়াবিমুখ হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন’ (ইবনে মাজাহ)।

দিনের শুরুতে রাসূল সা. যেসব আমল করতেন

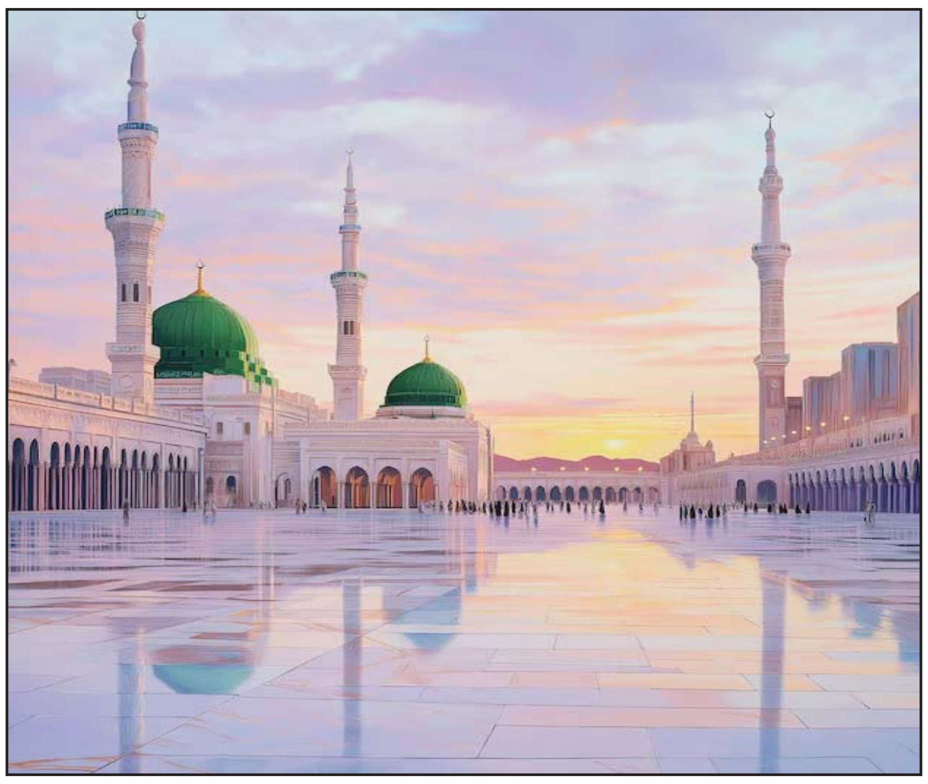

কাসেম শরীফ

মুমিনের জীবনে অশুভ কিছু নেই। সব কিছুতে কল্যাণ নিহিত। তবু সবাই শুভ সকাল কামনা করে। মুমিনের সকাল বিশেষভাবে শুভ হওয়ার কিছু আমল উল্লেখ করা হলো–

এক. যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আগে আগে ঘুম থেকে উঠে তার দিনটি শুভ ও নিরাপদ। ভোররাতে বা দিনের শুরুতে সবচেয়ে বেশি কল্যাণ থাকে। শুধু ইবাদত-বন্দেগি নয়, বরং পার্থিব কাজের জন্যও এটি সবচেয়ে উপযুক্ত ও বরকতময় সময়। রাসূলুল্লাহ সা. ভোরবেলার কাজের জন্য বরকতের দোয়া করেছেন। সখর গামেদি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সা. এ দোয়া করেছেন, ‘হে আল্লাহ, আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরু বরকতময় করুন। এ জন্যই রাসূল সা. কোনো যুদ্ধ অভিযানে বাহিনী পাঠানোর সময় দিনের শুরুতে পাঠাতেন। বর্ণনাকারী সাহাবি ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়ী কার্যক্রম ভোরবেলা শুরু করতেন। এতে তাঁর ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি সীমাহীন প্রাচুর্য লাভ করেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৬০৬)

দুই. ফজরের কোরআন তিলাওয়াত দিয়ে যার দিন শুরু হয়, দিনটি তার জন্য শুভ ও নিরাপদ। ফজরের তিলাওয়াত নিয়ে কোরআনে আয়াত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘ফজরের সময় কোরআন তিলাওয়াতে যত্নবান থাকো। স্মরণ রেখো, ফজরের তিলাওয়াতে (ফেরেশতাদের) সমাবেশ ঘটে থাকে। ’ (সুরা : ইসরা/বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৮)

তিন. ফজরের সালাতের মাধ্যমে যার দিন শুরু হয়, সমূহ কল্যাণ নিয়ে তার দিনটি শুরু হলো। ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জিনিস। মহানবী সা. বলেন, ‘ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছু থেকে উত্তম। ’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৭৩)

চার. সুস্থতা, অভাবহীনতা ও পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে যার দিন শুরু হয়েছে, দিনটি তার জন্য শুভ ও নিরাপদ। উবাইদুল্লাহ ইবনু মিহসান আল-খিতনি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার কাছে সারা দিনের খোরাকি থাকে, তাহলে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৪৬; ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৪১৪১; আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৩০০) মহান আল্লাহ আমাদের প্রতিটি দিন শুভ ও নিরাপদ করে দিন।

আমলই জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন

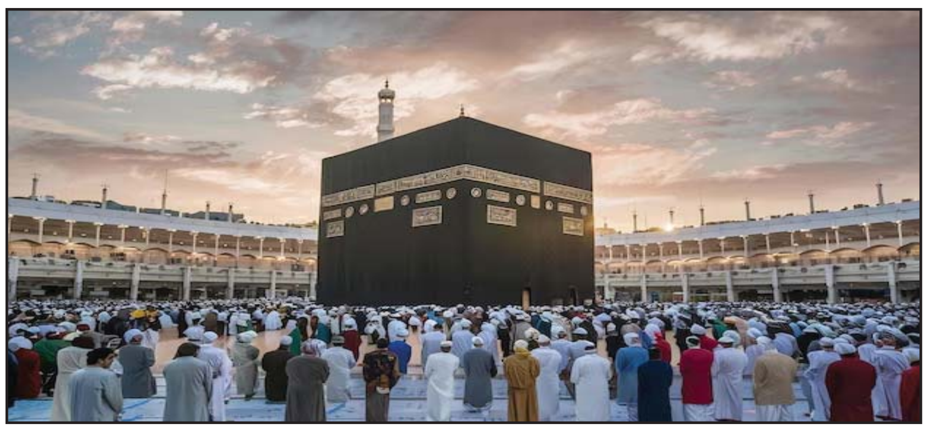

নিজ আমলগুণে মানুষ যেমন জান্নাতি হতে পারেন, তেমনি কর্মদোষে হতে পারেন জাহান্নামি। আর জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাই একজন ঈমানদারের বড় সাফল্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পরই নির্ধারিত হবে, কে সফল আর কে ব্যর্থ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ‘জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেবল কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।’ (সূরা আলে ইমরান-১৮৫)

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত দুনিয়ার মরীচিকার পেছনে জীবনকে ধ্বংস না করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত যথাযথভাবে তাকে সম্পন্ন করা এবং যেসব আমলের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেই আমলগুলোতে আত্মনিয়োগ করা।

জান্নাত-জাহান্নামে যাওয়ার প্রধান দুই কারণ : আবু হুরায়রা রা: বর্ণনা করেন, মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নেবে এমন কিছু সম্পর্কে রাসূল সা:-কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর ভয় ও সুন্দর চরিত্র’। এরপর মানুষকে জাহান্নামে বেশি নেবে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, ‘মুখ ও লজ্জাস্থান।’ (তিরমিজি-২০০৪) জাহান্নাম থেকে বাঁচার এমন কিছু আমল :

ঈমান বাঁচায় জাহান্নাম থেকে : ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ। যে এই সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, সে কিছুই পায়নি। আনাস ইবনে মালিক রা: বলেন, রাসূল সা: বলতেন, ‘কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীকে হাজির করা হবে। এরপর তাকে বলা হবে তোমার যদি দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকত তাহলে তুমি কি বিনিময়ে তা আজাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে, হ্যাঁ। এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে বহু ক্ষুদ্র বস্তু (আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে মেনে নেয়া) চাওয়া হয়েছিল।’ (বুখারি-৬৫৩৮)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, ‘যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকি থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।’ (বুখারি-৪৪)

দান-সদকা ও সদ্ব্যবহার জাহান্নামের প্রতিবন্ধক : আদি ইবনে হাতিম রা: বলেন, নবী সা: বলেন, ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো’। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার বলেন, ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো’। এরপর তিনি পিঠ ফেরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। এমনকি আমরা ভাবছিলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম সরাসরি দেখছেন। তিনি আবার বলেন, ‘তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। আর যদি কেউ সেটিও না পাও তাহলে উত্তম কথা দিয়ে হলেও (আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো)। (বুখারি-৬৫৪০)

আল্লাহর পথে রোজা রাখা : আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তার মুখমণ্ডলকে ৭০ বছরের দূরত্বে রাখেন।’ (ইবনে মাজাহ-১৭১৮)

পরিবারকে সুশিক্ষা দেয়া : আল্লাহর বাণী- ‘তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।’ (সূরা তাহরিম-৬) আলী রা: এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দান করো।’ (তারগিব ওয়াত তারহিব-১১৯)

এর কারণ হলো, পরিবার যখন সুশিক্ষা পাবে, তখন তারা আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং তার পূর্বপুরুষদের জন্য দোয়া করবে, এতে তারা নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে, তেমনি তাদের দোয়া ও নেক আমলের সুফল তাদের সুশিক্ষাদাতা পরিবারকর্তাও পাবে।

এক আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী : আবু আইয়ুব রা: বলেন, এক ব্যক্তি নবী সা:-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যে আমল আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাসূল সা: বলেন, ‘তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।’ সে ব্যক্তি চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, ‘তাকে যে আমলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা দৃঢ়তার সাথে পালন করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (মুসলিম-১৪)

আরাফার দিনে সাধারণ ক্ষমা : আয়েশা রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘এমন কোনো দিন নেই, যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের আরাফার দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন বান্দাদের খুব নিকটবর্তী হন, তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ববোধ করে বলেন, এরা কী চায়? (অর্থাৎ যা চায় আমি তাদের তা-ই দেবো)।’ (মেশকাত-২৫৯৪)

ইতেকাফ : প্রিয়নবী সা: ঘোষণা দেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক দিন ইতেকাফ করবে আল্লাহ তায়ালা তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন পরিখা পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করবেন; যার দূরত্ব দুই দিগন্তের দূরত্বের থেকে বেশি দূরত্ব হবে।’ (কানজুল উম্মাল-২৪০১৯)

জোহরের সুন্নাত আদায় : উম্মু হাবিবা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি জোহরের (ফরজের) আগে চার রাকাত নামাজ পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।’ (তাবরানি আউসাত-৭৫৪৭)

উম্মু হাবিবা রা: থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে নবী সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জোহরের (ফরজের) আগে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সালাত পড়ল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।’ (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ইকামাতিস সালাহ-১১৬০)

আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, ‘যে মুমিন বান্দার দু’চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে পানি বের হয়, যদি তা মাছির মাথার পরিমাণও হয় এবং তা চেহারা বেয়ে পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।’ (ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জুহুদ-৪১৯৭)

সহজ-সরল নম্র-ভদ্র : রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি সহজ-সরল, নম্র-ভদ্র ও বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।’ (মুসতাদরাক হাকিম-৪৩৫)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের জন্য কোন ব্যক্তি হারাম? যে ব্যক্তি মানুষের কাছাকাছি (জনপ্রিয়), সহজ-সরল, নম্রভাষী ও সদাচারী।’ (তিরমিজি-২৪৮৮)

আল্লাহর পথে কষ্ট করা : রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহর পথে যে বান্দার দু’পা ধুলায় মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এমন হতে পারে না।’ (বুখারি-৪/২৮১১)

ইখলাসের সাথে টানা ৪০ দিন জামাতে নামাজ : রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে ৪০ দিন তাকবিরে উলার (ইমামের প্রথম তাকবির) সাথে জামাতে নামাজ আদায় করবে, তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেয়া হবে : ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও ২. মুনাফেকি থেকে মুক্তি।’ (তিরমিজি-২৪১)

অসুস্থতার সময় বিশেষ কালেমা পাঠকারী : হজরত আবু সাঈদ রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি কালিমা পড়বে তার জন্য জাহান্নাম হারাম।’ (মুসনাদে আবি ইয়ালা-৬১৫৩)

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭
সাফল্যের দ্বিতীয় বছর
BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation
আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে
❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।
অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে
ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card
যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com
ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
সায়েন্স / আর্টস / কমার্স--- যেকোন স্ট্রিমে HS-এ 40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন
❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

বার্সেলোনার পাঁচে লেভার দুই

চ্যাম্পিয়নস লিগ

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৫ : ০ ইয়াং বয়েজ

চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে শুরু করেছিল বার্সেলোনা। ১০ জন নিয়ে চেষ্টা করেও মোনাকোর বিপক্ষে সেদিন জিততে পারেনি তারা। ইয়াং বয়েজের বিপক্ষে আজকের ম্যাচটা তাই বার্সার জন্য শুধু জয়ে ফেরারই ছিল না, ছিল আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ারও। ঘরের মাঠে সেই আত্মবিশ্বাস ফেরানো জয়টাই পেয়েছে হানসি ফ্লিকের দল। ইয়াং বয়েজের বিপক্ষে বার্সার জয় ৫–০ গোলের ব্যবধানে। ক্যাম্প ন্যুতে বার্সা শুরু থেকেই খেলেছে ফেবারিটের মতো। বলের ওপর পূর্ণ দখল রেখে প্রতিপক্ষকে রীতিমতো নাকানি খাইয়ে ছেড়েছে কাতালান ক্লাবটি। এদিন বার্সার এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ৮ মিনিট। শুরুটা করেন রবার্ট লেভানডফস্কি। যিনি পরে নিজের দ্বিতীয় গোলও আদায় করে নেন। অন্যদের মধ্যে গোল করেন রাফিনিয়া ও ইনিগো মার্তিনেজ। এদিন বার্সার প্রথম গোলটি ছিল দলীয় আক্রমণের দুর্দান্ত এক দৃষ্টান্ত। ছোট ছোট পাসে দারুণভাবে আক্রমণ গড়ে তোলার পর লেভানডফস্কির উদ্দেশে বল বাড়ান রাফিনিয়া। গোলের খাতায় নাম লেখানোর জন্য লেভার টোকাটাই শুধু যথেষ্ট ছিল।

এগিয়ে গিয়েও আক্রমণের ধারা থেকে সরে আসেনি বার্সা। দারুণ সব আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে তারা। বিশেষ করে বল পায়ে দলের অন্যতম সেরা তারকা লামিনে ইয়ামাল ছিলেন এক কথায় অসাধারণ। প্রতিপক্ষের বক্সের ভেতর ড্রিবলিংয়ের জাদুতে মুগ্ধতাও ছড়িয়েছেন এই স্প্যানিশ তারকা। বার্সা আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে ইয়াং বয়েজ একরকম কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মূলত বার্সার আক্রমণ ঠেকিয়েই সময় পার করছিল তারা। যদিও ৩৪ মিনিটে ভেঙে যায় বয়েজের প্রতিরোধের দেয়াল। ৩৪ মিনিটে বক্সের ভেতর পেদ্রির শট প্রতিহত হলেও ফিরতি শট জালে জড়ান রাফিনিয়া। ৩ মিনিটের ব্যবধানে লিড ৩–০ করে কাতালান ক্লাবটি। এবার ফ্রি–কিক থেকে হেডে গোল করেন ইনিগো মার্তিনেজ।

কাছাকাছি গিয়ে আটকে না গেলে অবশ্য প্রথমার্ধে এই ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত বার্সা। বিরতির একটু পরই নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি আদায় করে নেন লেভা। অসাধারণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। এরপর ৮০ মিনিটে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়ায় বয়েজ। শেষ দিকে সান্ত্বনা হিসেবে একটি গোল শোধ করে ইয়াং বয়েজ। যদিও সে গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায়। চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সা পরবর্তী ম্যাচ খেলবে ২৩ অক্টোবর রাতে। সেদিন তারা মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখের।

ইরানি কাপে সরফরাজ খানের ডবল সেঞ্চুরি

আপনজন ডেস্ক: তরুণ প্রতিভা সরফরাজ খান বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের প্লেয়িং ইলেভেন থেকে বাদ পড়েন। কিন্তু এই তরুণ প্রতিভা লখনউয়ের একনা স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ইরানি কাপ ম্যাচে মুম্বাইয়ের হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি করেন। ইনিংসের ১২৭তম ওভারে, প্রসিধ কৃষ্ণের একক বলে ডাবল সেঞ্চুরি সরফরাজের। তার এই দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরি তাকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সেরা গড় সহ ব্যাটারদের র‍্যাঙ্ককিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে এসেছে। ঘরোয়া ম্যাচে দুর্দান্ত স্কোরার সরফরাজ এই বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত হলেও, তরুণ খেলোয়াড়কে খেলার জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা কে এল রাহুলকেই পছন্দ করেছিলেন।

অশ্বিনকে টপকে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের এক নম্বর বুমরা

আপনজন ডেস্ক: অনেক দিন ধরেই আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান নিয়ে লড়াই করছেন বুমরা ও অশ্বিন। গত ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশাখাপট্টনম টেস্টে ৯ উইকেট নেওয়ার পর ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন বুমরা। শীর্ষস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন অশ্বিনকে।

এরপর মার্চে আবার বুমরাকে সরিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন অশ্বিন। এরপর চলেছে অশ্বিনের একচ্ছত্র দাপট। বাংলাদেশের বিপক্ষে কানপুর টেস্ট শেষে আবারও অশ্বিনকে সরিয়ে শীর্ষে উঠেছেন বুমরা, সেটাও মাত্র এক রেটিং পয়েন্ট এগিয়ে থেকে। অশ্বিনের ‘মাস্টারক্লাসে’ নাঈম কানপুরে টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভালো করেছেন দুজনই। বুমরা নিয়েছেন ৬ উইকেট, অশ্বিন ৫টি। তবে ৬ উইকেট নেওয়া বুমরার রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ১৬, বর্তমানে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৭০। আর কানপুরে ৫ উইকেট নেওয়ার পরও ২ রেটিং পয়েন্ট কমেছে অশ্বিনের। তাতে এই স্পিনারের রেটিং পয়েন্ট হয়েছে ৮৬৯।

শ্রীলঙ্কান স্পিনার প্রবাত জয়াসুরিয়া এগিয়েছেন ১ ধাপ। অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নাথান লায়নের সঙ্গে যৌথভাবে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭ নম্বরে আছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গল টেস্টে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন জয়াসুরিয়া। দুই ম্যাচের সিরিজে ১৮ উইকেট নিয়ে হন সিরিজসেরা।

বাংলাদেশের বিপক্ষে কানপুরে টেস্টে ম্যাচসেরা হন যশস্বী জয়সোয়াল। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে জয়সোয়াল করেন ৫১ বলে ৭২। আর দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেন ৪৫ বলে ৫১ রানের ইনিংস। টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০–এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ফিফটি করা প্রথম ভারতীয়ও জয়সোয়াল। এমন দারুণ এক টেস্ট কাটানোর পর দুই ধাপ এগিয়েছেন জয়সোয়াল। আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আছেন ক্যারিয়ারসেরা অবস্থান ৩ নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট এখন ৭৯২, এটিও ক্যারিয়ারসেরা।

মাত্র ৮ টেস্ট খেলেই শীর্ষ দশের খুব কাছে এখন কামিন্দু

মাত্র ৮ টেস্ট খেলেই শীর্ষ দশের খুব কাছে এখন কামিন্দুএএফপি

শীর্ষ দশে ফিরেছেন বিরাট কোহলি।বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের ৪৭ ও অপরাজিত ২৯ রানের ইনিংস খেলে ৬ ধাপ এগিয়েছেন কোহলি, উঠে এসেছেন ৬ নম্বরে। গলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ১৮২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা কামিন্দু মেন্ডিস এগিয়েছেন ৫ ধাপ। আছেন ক্যারিয়ারসেরা ১১ নম্বরে।

মাত্র ৮ টেস্ট খেলেই শীর্ষ দশের খুব কাছে এখন কামিন্দু।

‘উয়েফা মাফিয়া’ আর ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’: চ্যাম্পিয়নস লিগ যেভাবে প্রতিবাদের মঞ্চ

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল ম্যাচ মানেই তো উন্মাতাল গ্যালারি, আর তার সঙ্গে মিশে থাকা হাসি-কান্না এবং প্রতিবাদের নানা গল্প। সেই গল্পগুলো প্রকাশের সামষ্টিক ধরনকেই মূলত বলা হয় ‘তিফো’। সেটা হতে পারে বিশালাকারের ব্যানার, মোজাইক বা সমর্থকদের একসঙ্গে করা কোরিওগ্রাফ।

প্রতিপক্ষ দলের মনোবল ভেঙে দিতে এবং নিজ দলকে উজ্জীবিত করতে নানা ধরনের তিফোর ব্যবহার করে থাকেন কট্টরপন্থী সমর্থক গোষ্ঠী। গত বছর এ সময়ে তেমন একটি তিফো দৃষ্টি কেড়েছিল ফুটবলপ্রেমীদের। উয়েফা কনফারেন্স লিগে লেগিয়া ওয়ারশ ও অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচে দেখা গিয়েছিল সেই তিফো। সেদিন ওয়ারশর পোলিশ আর্মি স্টেডিয়ামে লেগিয়ার ‘আলট্রাস’–সমর্থকেরা যে তিফোটি নিয়ে এসেছিলেন, সেখানে ছিল একটি গরিলার ছবি এবং তার নিচে আলাদাভাবে লেখা ছিল–‘জঙ্গলে স্বাগতম’। এমন ছবি ও লেখা নিজ দলকে যতটা আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, তেমনি প্রতিপক্ষের শিরদাঁড়ায় বইয়ে দিতে পারে আতঙ্কও। গতকাল রাতে তেমনই একটি তিফো নতুন করে আলোচনায় এসেছে। আর তিফোটি সামনে এনেছেন ফুটবল–বিশ্বের সবচেয়ে কট্টরপন্থী সমর্থক গোষ্ঠীর অন্যতম বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সমর্থকেরা। একই ম্যাচে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বার্তা নিয়ে হাজির হয়ে নজর কেড়েছেন সেল্টিক–সমর্থকেরাও। স্কটিশ ক্লাব সেল্টিকের বিপক্ষে ঘরের মাঠে গতকাল রাতে রীতিমতো রায়ট চালিয়েছে ডর্টমুন্ড। তবে স্বাগতিকদের ৭-১ গোলের জয় ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে এখন বিশালাকার একটি প্রতিবাদী তিফো। সিগন্যাল ইদুনা পার্কে ম্যাচ শুরুর আগেই মূলত দৃশ্যটির অবতারণা। মাঠের একটি দিকের গোলপোস্টের পেছনে গ্যালারিতে বিশাল তিফো। ডর্টমুন্ডের রং হলুদ ও কালোর মিশেলে সেই তিফোর ওপরে লেখা–‘উয়েফা মাফিয়া’। গ্যালারিতে আরেকটু ওপরের সারিতে দেখা গেল আরও একটি ব্যানার। তাতে লেখা, ‘খেলা নিয়ে তোমাদের কোনো ভাবনা নেই, তোমাদের ভাবনায় শুধু টাকা।’ তিফো নিজেই যেখানে প্রতিপক্ষের আতঙ্কের জন্য যথেষ্ট, সেখানে এমন কড়া বার্তার প্রভাব যে ব্যাপক হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। বিলিওনিয়ারদের কাছ থেকে খেলাকে পুনরুদ্ধার করার এই ডাক ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হয়নি। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উয়েফা তদন্ত প্রতিবেদনের অপেক্ষায় আছে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েবসাইট দ্য অ্যাথলেটিক। উয়েফা অবশ্য আগেই ক্লাবগুলোর জন্য ‘মাফিয়া’ শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। এই শব্দকে তারা ‘উসকানিমূলক ও আক্রমণাত্মক’ বলে বিবেচনা করে। এর আগে ২০২২ সালের মার্চে মার্শেইকে ২০ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল ‘উয়েফা মাফিয়া’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করার কারণে। উয়েফা কনফারেন্স লিগে কারাবাগের বিপক্ষে প্লে-অফ ম্যাচে এমন একটি ব্যানার নিয়ে হাজির হয়েছিল মার্শেই সমর্থকেরা। এ জন্য অবশ্য পরবর্তী সময়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে ক্ষমাও চাওয়া হয়েছিল। ডর্টমুন্ডের উয়েফাবিরোধী অবস্থান অবশ্য একেবারেই নতুন কোনো ঘটনা নয়। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের সময় নকল টাকা, নকল সোনার বার এবং টেনিস বল ছুড়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তারা। সে সময় উয়েফার সমালোচনা করে বেশ কিছু ব্যানার নিয়েও হাজির হতে দেখা গিয়েছিল ডর্টমুন্ড সমর্থকদের। এই ঘটনার পর মাঠে জিনিসপত্র ছোড়ার অভিযোগে ক্লাবটিকে ৭ হাজার ৩৭৫ ইউরো জরিমানা করা হলেও অ্যান্টি-উয়েফা ব্যানারের জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। যদিও জরিমানা বা শাস্তি কোনোটাই দমাতে পারেনি এই সমর্থকদের। এমনকি নিউক্যাসল ম্যাচে ব্যবহার করা দুটি ব্যানার মঙ্গলবার রাতে সেল্টিকের বিপক্ষে ম্যাচেও দেখা গেছে। ডর্টমুন্ড সমর্থকদের নিয়ে আসার ব্যানারগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি এবং জুভেন্টাসের সাবেক চেয়ারম্যান আন্দ্রেয়া আনিয়েল্লিকে নিয়ে বানানো একটি ব্যানার। এসব প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমর্থকেরা ‘রিক্লেইম দ্য গেইম’ নামের একটি ব্লগের প্রচারণাও চালিয়েছে। সেই ব্লগের একটি লেখায় তারা বলছে, ‘উয়েফা এবং ইউরোপিয়ান ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের (ইসিএ) কারণে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার জাদু তলানিতে নেমে যাচ্ছিল।

ইসরায়েলে ইরানের হামলার রাতে ইসরায়েলি গোলকিপারের জালে গোল ইরানি তারকার

আপনজন ডেস্ক: যেকোনো হামলাই দুঃখজনক। তবে ইরানিরা ব্যাপারটিকে রূপক হিসেবে দেখতে পারেন। যে রাতে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলে, ইরানি ফরোয়ার্ড মেহেদি তারেমি সে রাতেই কিনা গোল করলেন ইসরায়েলি গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে! বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গতকাল রাতে ইসরায়েলে ১৮০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। এ হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে ইসরায়েল সরকার। একই রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে সান সিরোয় সার্বিয়ান ক্লাব রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে ৪-০ গোলে জিতেছে ইন্টার মিলান। ইতালিয়ান ক্লাবটির হয়ে ৮১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা শেষ গোলটি তারেমির। পোর্তো থেকে আসা এই ফরোয়ার্ডের ইন্টারের হয়ে এটাই প্রথম গোল। দুটি গোলও বানিয়েছেন ম্যাচসেরা এই খেলোয়াড়। ইন্টার ৩-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৭৭ মিনিটে রেড স্টারের ডিফেন্ডার ভানজা কুসিচ নিজেদের বক্সে ফাউল করে বসায় পেনাল্টি পায় ইন্টার। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় রেড স্টারের ইসরায়েলি গোলকিপার ওমরি গ্লেজারকে ফাঁকি দিয়ে গোল করেন তারেমি। সান সিরোয় ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ইসরায়েলের সঙ্গে ইরান এবং তাদের আরব মিত্রদের চলমান বিরোধ এতে আরও বাড়বে।

তবে ম্যাচ শেষে ইরানের কী অবস্থা, তা তারেমির কাছে জানতে চায়নি ইতালিয়ান সম্প্রচারক টিভি চ্যানেল। তারেমি অবশ্য কথা বলেছেন শুধু নিজের পারফরম্যান্স নিয়েই, ‘গোল করে ভালো লাগছে। সতীর্থদের ধন্যবাদ। গোল করতে একটু সময় লাগল। অনুশীলনে সব সময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।’

এদিকে এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় সারির ক্লাব প্রতিযোগিতা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-তে আজ রাতে ইরানের ক্লাব ট্রাক্টর এসসির মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ভারতের ক্লাব মোহনবাগানের। ম্যাচটির ভেন্যু ছিল ইরানের শহর তাবরিজের ইয়াদেগার-ই ইমাম স্টেডিয়াম। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে ম্যাচটি খেলতে ইরানে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মোহনবাগান।

মারাদোনার দেহাবশেষ স্থানান্তরে বাধা নেই, আদালতের রায়

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার একটি আদালত গতকাল ডিয়েগো মারাদোনার দেহাবশেষ কবরস্থান থেকে সরানোর অনুমতি দিয়েছেন। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসের কেন্দ্রস্থলে ’৮৬ বিশ্বকাপ কিংবদন্তির জন্য সমাধিস্তম্ভ বানিয়ে তাঁর দেহাবশেষ সেখানে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মারাদোনার কন্যাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দীর্ঘদিন কোকেন ও মদ্যপানে আসক্ত মারাদোনা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর ২০২০ নভেম্বরে ৬০ বছর বয়সে মারা যান। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বুয়েনস এইরেসে একটি বাসা ভাড়া করে মারাদোনাকে সেখানে রাখা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের দুই সপ্তাহ পর মারাদোনাকে তাঁর বিছানায় মৃত পাওয়া যায়। হার্ট অ্যাটাকে মারা যান সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। মারাদোনার মেয়েরা এর আগে অনুরোধ করেছিলেন, ‘এম১০ মেমোরিয়াল’ নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে তাঁদের বাবার দেহাবশেষ যেন সেখানে স্থানান্তর করা হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, যে আদালত কিংবদন্তির দেহাবশেষ স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছেন, সেই একই আদালত মারাদোনার মৃত্যুর পেছনে তাঁর চিকিৎসক দলের কোনো ধরনের অবহেলা ছিল কি না, সে বিষয়ে তদন্ত করছেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম বুয়েনস এইরেস টাইমস জানিয়েছে, সান ইসিদ্রোর তিন নম্বর ফৌজদারি আদালতে মারাদোনার দেহাবশেষ স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। বুয়েনস এইরেসের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে বেলা ভিস্তায় এখন সমাহিত আছেন মারাদোনা। পুয়ের্তো মাদেরোয় সমাধিস্তম্ভ বানিয়ে সেখানে তাঁর দেহাবশেষ স্থানান্তর করা হবে। মারাদোনার মৃত্যুর পর দেহাবশেষ স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কন্যারা। আর্জেন্টিনার আরেক সংবাদমাধ্যম ‘ক্লারিন’ জানিয়েছে, দুই বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হওয়া একটি ছবিতে দেখা গিয়েছিল, বেলা ভিস্তায় মারাদোনার সমাধি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। বিষয়টি তখন আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। এক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, মারাদোনার সমাধি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁর প্রকাশ করা ছবিতে দেখা যায়, মারাদোনার সমাধিতে কোনো ফলক নেই। শুধু আর্জেন্টিনার অপরিচ্ছন্ন একটি পতাকার জন্য বোঝা যায় সমাধিটি বিশেষ কোনো ব্যক্তির। কিন্তু ক্লারিন দাবিটির সত্যতা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে, মারাদোনার সমাধি খুব ভালো অবস্থায় আছে। প্রস্তাবিত নতুন সমাধিস্তম্ভের বিষয়ে মারাদোনার সন্তানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জায়গাটি তাঁর ‘বর্তমান সমাধির তুলনায় নিরাপদ এবং সব আর্জেন্টাইন ও বিশ্বের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন।’ ২০২১ সালের নভেম্বরে মারাদোনার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সন্তানেরা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি চিঠিতে তাঁদের বাবার দেহাবশেষ স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিলেন। মারাদোনার পাঁচ সন্তানের অনুরোধে কিংবদন্তির এস্টেটের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা প্রশাসক সেবাস্তিয়ান বাগলিয়েত্তোর সই করা সেই চিঠিতে বলা হয়, ‘চিরকালীন বিশ্রামের একটি জায়গা, যেখানে মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসবে, যারা প্রতিদিন বিভিন্নভাবে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে।’

অবশেষে অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বাবর

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান সাদা বলের অধিনায়কত্ব থেকে সরে গেলেন বাবর আজম। নিজের এক্সের এক পোস্টে বাবর জানান, ‘নিজের ব্যাটিংয়ে মনোযোগ বাড়াতে ও পারিবারিক কারণে অধিনায়কত্ব করতে চান না তিনি, ‘পাকিস্তান দলের অধিনায়কত্ব থেকে আমি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর সব সংস্করণে পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবর আজম। পরে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সাদা বলে আবার তাকে অধিনায়ক করা হয়েছিলো। বাবরের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বাজে খেলে পাকিস্তান, উঠতে পারেনি সুপার এইটে। এর পর থেকে সমালোচনা হচ্ছিল তার অধিনায়ত্ব নিয়ে। আগামী মাসে বাবরের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের সফর ছিলো পাকিস্তানের। তবে বাবর পদত্যাগ করায় নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হবে পাকিস্তানকে। দুই মেয়াদে সব মিলিয়ে পাকিস্তানকে ২০ টেস্ট, ৪৩ ওয়ানডে ও ৮৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাবর আজম।

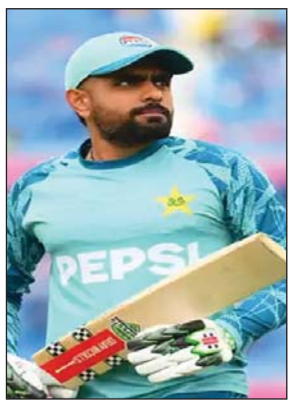

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**